মুর্শিদাবাদ

জেলা গেজেটিয়ার

গ্রন্থনা ও পরিমার্জনা

বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত ❑ প্রকাশ দাস বিশ্বাস

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্

উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ❑ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এবং

জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ

উপদেষ্টামন্ডলী

বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণরঞ্জন চৌধুরী

পুলকেন্দু সিংহ

সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত

গু(পদ বায়েন

শ্যামল দাস

নু(ল আলম

মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার
Murshidabad Zilla Gazetteer

প্রকাশ কাল
নভেম্বর, ২০০৩

নির্দেশিকা সংকলন
প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মৃণাল রায়, বিদিত কুমার দাস

ব্যবস্থাপনা সহযোগী
জয়পতি বিশ্বাস, প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত , মলয় মজুমদার, রাণী পাল, জিনাত রেহেনা, আব্দুল কাদের, বিপ্-ব কুণ্ডু, মানিক দাস, সুকান্ত সেনগুপ্ত, ষষ্ঠী চরণ মন্ডল

অ(র বিন্যাস
বিপ্-ব কুণ্ডু, অংশুমান সোম, অমলেশ, বিশ্বজিৎ মন্ডল, সামিম মন্ডল

মুদ্রক
শিবালিক ট্রেডার্স, ১৩ পরাণ শীল লেন, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ,
দূরভাষ - (০৩৪৮২)-২৬৮১০৮, ৯৪৩৪০০৪৩৬৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অমিত চৌধুরী, সুধেন্দু শেখর ভট্টাচার্য্য, নন্দন কুমার ঘোষ, রাজর্ষি ধর, অনিন্দ্য দে,

সূচীপত্র

মুখবন্ধ		ক
ভূমিকা		গ
গ্রন্থনা প্রসঙ্গে		ঙ
প্রথম অধ্যায়	সাধারণ পরিচয়	১ - ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভূমি ও প্রকৃতি	১৪-৬৯
তৃতীয় অধ্যায়	ইতিহাস	৭০-১৪৮
চতুর্থ অধ্যায়	জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস	১৪৯-২০৮
পঞ্চম অধ্যায়	অর্থনৈতিক জীবন	২০৯-২৬০
ষষ্ঠ অধ্যায়	কৃষি ও সেচ	২৬১-২৯১
সপ্তম অধ্যায়	মৎস্যচাষ ও প্রাণীসম্পদ	২৯২-৩০০
অষ্টম অধ্যায়	শিল্প	৩০১-৩৩৭
নবম অধ্যায়	সঞ্চয়, ঋণ, বাণিজ্য	৩৩৮-৩৯০
দশম অধ্যায়	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৩৯১-৪০৭
একাদশ অধ্যায়	শি(া	৪০৮-৪৫৬
দ্বাদশ অধ্যায়	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	৪৫৭-৫০৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়	জনস্বাস্থ্য	৫০৭-৫৩৪
চতুর্দশ অধ্যায়	সাধারণ প্রশাসন	৫৩৫-৫৫২
পঞ্চদশ অধ্যায়	বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন ও সংশোধনাগার	৫৫৩-৫৭১
ষোড়শ অধ্যায়	ভূমি রাজস্ব থেকে ভূমিসংস্কার	৫৭২-৫৮৯
সপ্তদশ অধ্যায়	স্বায়ত্তশাসন	৫৯০-৬১২
অষ্টাদশ অধ্যায়	নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব	৬১৩-৬২৪
ঊনবিংশ অধ্যায়	স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন	৬২৫-৬৩৪
বিংশ অধ্যায়	উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ	৬৩৫-৬৬৫

সংযোজন

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প - কল্যাণ (দ্র

হিউয়েন সাঙ এবং কর্ণসুবর্ণের অশোক স্তূপ - গু(পদ বায়েন

কালান্তরের কৃষি কথা- হরিনারায়ণ মন্ডল

মুর্শিদাবাদের জনবসতি - এন .ডি . ভট্টাচার্য

জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের তালিকা

The Banks of the Bhagirathi- Rev. J. Long.

The Unprotected Terracotta Splendour of Murshidabad - P. Bhattacharyya

Will of Raja Krishnanath Roy

বিস্তারিত সূচী

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ পরিচয় (১-১৩)

ভূমিকা (১) ❑ নামকরণ (১) ❑ প্রশাসনিক একক রূপে জেলার বিবর্তন (১ - ৩) ❑ অধি(ত্রগত পরিবর্তন (৩-১৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমি ও প্রকৃতি (১৪ - ৬৯)

ভূপ্রাকৃতিক পরিচয় (১৪-১৭) ❑ রাঢ় অঞ্চল (১৫) ❑ পদ্মা নদী সংলগ্ন এলাকা (১৫) ❑ ভাগীরথী - দ্বারকা মধ্যবর্তী অঞ্চল (১৫) ❑ রাঙামাটি উচ্চভূমি (১৫) ❑ ময়ূরা ী - দ্বারকা সমভূমি (১৫) ❑ হিজল (১৫)❑ বাগড়ী অঞ্চল (১৬) ❑ ভাগীরথী স্বাভাবিক বাঁধ (১৬) ❑ পদ্মা-ভৈরব-ভাগীরথী নদী সংলগ্ন এলাকা (১৬) ❑ কালান্তর নিম্নভূমি (১৬) ❑ বাগড়ী (১৭) ❑ কালান্তর (১৭) ❑ ভড় (১৭) ❑ দিয়ার (১৭) ❑ ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস (১৭-১৯) ❑ ভূ-তাত্ত্বিক বিবর্তন (১৭) ❑ শিল্ড অঞ্চল (১৭) ❑ সুস্থিত মহিসোপান অঞ্চল (১৭) ❑ জুরাসিক (১৮) ❑ প্-াইস্টোসিন থেকে সাম্প্রতিক (১৮) ❑ সাম্প্রতিক (১৮) ❑ মুর্শিদাবাদ জেলার পলল সঞ্চয়ের প্রতিবেশ (১৮) ❑ মৃত্তিকা (১৯-২১) ❑ গাঙ্গেয় পলি পরিবার (২০) ❑ বিন্ধ্যগোত্রীয় পলি (২০-২১) ❑ রাজমহল সমতলভূমি (২০) ❑ জলনির্গমন পথ (২১-২৪) ❑ নদনদী (২২) ❑ পদ্মা ও গঙ্গা নদী ব্যবস্থা (২২) ❑ ময়ূরা ী বা পশ্চিমের নদী ব্যবস্থা (২২) ❑ ভাগীরথী (২২) ❑ জলঙ্গী (২৩) ❑ ভৈরব (২৩) ❑ পাগলা ও বাঁশলোই (২৩) ❑ ব্রাহ্মণী (২৩) ❑ দ্বারকা/বাবলা (২৩) ❑ বিল ও জলাভূমি (২৪-২৭) ❑ হিজল (২৫) ❑ গোবরা নালা (২৫) ❑ বশিয়ার বিল (২৬) ❑ পাটন বিল (২৬) ❑ বালোলের বিল (২৬) ❑ মুন্ডমালা (২৬) ❑ দামোস (২৬) ❑ তেলকার বিল (২৬) ❑ মতিঝিল (২৭) ❑ আহিরণ বিল (২৭) ❑ কাটি গঙ্গা নিম্ন জলাভূমি (২৭) ❑ ভূমি(য়ের এলাকা ও কারণ (২৭-৩০) ❑ পলি সঞ্চয় (৩০-৩২) ❑ উদ্ভিদ ও বনসম্পদ (৩২-৩৫) ❑ রাঢ়ের তাল প্রধান উদ্ভিদ অঞ্চল (৩২) ❑ বাগড়ীর ফলদায়ী উদ্ভিদ প্রধান অঞ্চল (৩৩) ❑ হিজল সংলগ্ন সোয়াম্পি উদ্ভিদ অঞ্চল (৩৩) ❑ জেলায় প্রাপ্ত উদ্ভিদের বিশেষ আর্থিক ও সামাজিক ব্যবহার (৩৫-৩৬) ❑ প্রাণীজগৎ (৩৬-৩৯) ❑ আবহাওয়া (৩৯-৪৮) ❑ বৃষ্টিপাত (৩৯) ❑ তাপমাত্রা (৪০) ❑ আর্দ্রতা (৪০) ❑ মেঘ (৪০) ❑ বাতাস (৪০) ❑ ঝড় (৪৬) ❑ ভূমিকম্প (৪৮) ❑ দুর্ভি((৫২-৫৬) ❑ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (৫২) ❑ ১৮৬৬- র দুর্ভি((৫৪) ❑ পঞ্চাশের মন্বন্তর (৫৫) ❑ মুর্শিদাবাদের বন্যা (৫৬-৫৯) ❑ ১৯৯৪ সালে পদ্মার ভাঙন (৫৮) ❑ বন্যা ঃ ২০০০ সাল (৫৯-৬৮) ❑ বহরমপুরের বন্যা (৬০) ❑ কালুখালি (৬১) ❑ মহ্যমপুর (৬১) ❑

কান্দী (৬১) ❑ ব্রাহ্মণী-দ্বারকা (৬২) ❑ কোপাই, বক্রে(ের, কুয়ে নদী (৬৩) ❑ পরিসংখ্যান ঃ বন্যা২০০০ (৬৩) রেলের (তি (৬৪) ❑ নদীর পাড় ভেঙে ও পাড় টপকে প-াবন (৬৪) ❑ তথ্যসূত্র (৬৯)

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস (৭০ - ১৪৮)

প্রস্তাবনা (৭০) ❑ দেশ-পরিচয় (৭০-৭২) ❑ রাঢ় (৭০) ❑ কজঙ্গল (৭১) ❑ কর্ণসুবর্ণ (৭১) ❑ বাগড়ী (৭১) ❑ প্রাগৈতিহাসিক কাল (৭২) ❑ প্রাচীন যুগ (৭২-৭৩) ❑ মৌর্য যুগ (৭৩) ❑ মৌর্য পরবর্তীকাল (৭৩-৭৪) ❑ রাজবাড়ীডাঙ্গায় উৎখনন (৭৩) ❑ গুপ্ত যুগ (৭৪- ৭৯) ❑ গৌড় রাজ্য (৭৪) ❑ শশাঙ্ক (৭৫) ❑ শশাঙ্কের চরিত্র (৭৬) ❑ শশাঙ্কের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা (৭৭) ❑ কর্ণসুবর্ণ (৭৭) ❑ অর্থনৈতিক অবস্থা (৭৭) ❑ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৭৮) ❑ শশাঙ্কের পরবর্তীকাল (৭৮) ❑ ভাস্করবর্মা (৭৯) ❑ জয়নাগ (৭৯) ❑ মাৎস্যন্যায় (৭৯) ❑ পাল রাজত্ব (৭৯-৮৫) ❑ পাল রাজত্বের সং(প্ত ইতিহাস (৮০) ❑ ধর্মপাল (৮০) ❑ দেবপাল (৮০) ❑ বিগ্রহপাল (৮০) ❑ মহীপাল (৮১) ❑ মহীপালনগর (৮১) ❑ সাগরদীঘি (৮১) ❑ মহীপালের পরবর্তী পালরাজগণ (৮২) ❑ কৈবর্ত বিদ্রোহ (৮২) ❑ রামপাল (৮২) ❑ পাল রাজত্বের অবসান (৮৩) ❑ পাল আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার শাসন ব্যবস্থা (৮৩) ❑ ধর্ম ও সংস্কৃতি (৮৪) ❑ সেন আমল (৮৫-৮৮) ❑ বিজয় সেন (৮৫) ❑ বল্লালসেন (৮৬) ❑ লক্ষ্মণসেন (৮৭) ❑ সেন আমলে শাসনব্যবস্থা (৮৭) ❑ কঙ্কগ্রাম (৮৭) ❑ ধর্ম (৮৮) ❑ মধ্যযুগ ঃ সুলতানী আমল (৮৮-৯৬) ❑ বখ্ত-ইয়ারের লক্ষ্মণাবতী অধিকার (৮৯) ❑ বখ্ত-ইয়ারের ব্যর্থ তিব্বত অভিযান ও মৃত্যু (৯০) ❑ আলি মর্দান (৯০) ❑ গিয়াস্-উদ্-দীন ইউয়জ খিলজি (৯০) ❑ গিয়াস-উদ্-দীনের পরবর্তী শাসকগণ (৯০) ❑ তুঘরাল খাঁ (৯১) ❑ নাসির-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ্ (৯১) ❑ সামস্-উদ্-দীন ফি(জ শাহ (৯১) ❑ গিয়াস্-উদ্-দীন বাহাদুর শাহ্ (৯১) ❑ বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ (৯২) ❑ ইলিয়াস শাহী রাজবংশ (৯২) ❑ সিকন্দর শাহ্ (৯২) ❑ গিয়াস-উদ্-দীন আজম শাহ্ (৯২) ❑ রাজা গণেশ (৯২) ❑ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী অথবা মাহ্মুদ শাহী বংশ (৯২) ❑ (কন-উদ্-দীন বারবক শাহ্ (৯৩) ❑ সামস্-উদ্-দীন ফতে ইউসুফ শাহ্ (৯৩) ❑ জালাল-উদ্-দীন ফতে শাহ্ (৯৩) ❑ হাবসী (আবসীনিয়) শাসন (৯৩) ❑ পীর মসনদ্ আউলিয়া ও কারবালা মসজিদ (৯৩) ❑ হুসেন শাহী রাজবংশ(৯৩-৯৫) ❑ আলা-উদ্-দীন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) (৯৩-৯৬) ❑ হুসেনের প্রথম জীবন (৯৩) ❑ হুসেন শাহ্-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব (৯৪) ❑ শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব (৯৪) ❑ মুর্শিদাবাদ জেলায় হুসেন শাহ্-এর আমলের কীর্তি (৯৫) ❑ নাসির্-উদ্-দীন-নসরত শাহ্ (১৫১৯-৩২) (৯৫) ❑ শের শাহ্ (৯৫) ❑ কাররাণী বংশ (৯৬) ❑ মোগল আমল প্রথম পর্ব (১৫৭৬-১৭০৪) (৯৬-১০১) ❑ মুর্শিদাবাদ নগরের পত্তন (৯৬) ❑ টোডরমল (৯৭) ❑ সবিতা রায় (৯৭) ❑ ইসলাম খাঁ (৯৭) ❑ বাংলায় মোগল শাসনের প্রভাব (৯৭) ❑ পর্তুগীজ দমন (৯৮) ❑ শাহ্ সুজা (৯৮) ❑ ইউরোপীয় বণিকদের আগমন (৯৯) ❑ শায়েস্তা খাঁ (১০০) ❑ ইব্রাহিম খাঁ (১০০)❑ শোভাসিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ (১০০) ❑ আজিম-উস্-সান্ (১০০) ❑ মুর্শিদকুলি খাঁ (১০১) ❑ অর্থনৈতিক অবস্থা- কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য (১০১-১১৩) ❑ ধর্ম ও সমাজ (১০১) ❑ গৌড়ীয় বৈষ(ব ধর্ম (১০২) ❑ শি(া সাহিত্য সংস্কৃতি (১০৩) ❑ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (১০৩) ❑ মসজিদ (১০৩) ❑ দরগা (১০৪)❑ মন্দির (১০৪) ❑ মুর্শিদকুলি খাঁর সময় জেলাঞ্চল (১০৪) ❑ মুর্শিদাবাদে টাকশাল স্থাপন (১০৪) ❑ মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে স্থাপত্য (১০৫) ❑ জমিদার (১০৫) ❑ সীতারাম (১০৫) ❑ উদয়নারায়ণ (১০৫) ❑ ভূমি রাজস্ব (১০৬) ❑ মাণিকচাঁদ (১০৭) ❑ বাণিজ্য (১০৭) ❑ সুজাউদ্দিন (১০৭) ❑ সরফরাজ খাঁ (১০৮) ❑ আলীবর্দী (১০৮) ❑ সিরাজ-উদ্-দৌল্লা (১০৯) ❑ পলাশীর যুদ্ধ (১১০) ❑ আলীবর্দী ও পরবর্তী

যুগের স্থাপত্য (১১১) ❑ মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ঃ আধুনিক যুগ (১১৩-১১৮) ❑ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার বি(দ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁর পতন (১১৩) ❑ নবাব মীরজাফর (১১৩) ❑ নবাব মীরকাশিম (১১৩) ❑ নবাব মীরকাশিমের পতন (১১৩) ❑ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫ (১১৪) ❑ সুপারভাইজার নিয়োগ (১১৫) ❑ আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার উত্থান (১১৫) ❑ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৬)❑ রেশমশিল্প (১১৬) ❑ কাশিমবাজার রাজপরিবার (১১৭) ❑ কান্দী রাজপরিবার (১১৭) ❑ নসীপুর রাজ পরিবার (১১৮) ❑ ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১১৮-১৩৪) ❑ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১১৮) ❑ ইসলামী পুন(জ্জীবন আন্দোলন (ওয়াহাবী আন্দোলন) (১২১) ❑ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ (১২১) ❑ নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) (১২৪) ❑ বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র (১২৬) ❑ বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (১২৭) ❑ কৃষ্ণ(নাথ কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৩) (১২৯) ❑ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫-১৯১১ (১২৯) ❑ কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও স্বদেশী আন্দোলন (১৩১) ❑ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ও জেলার পত্র পত্রিকা (১৩৩) ❑ রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯২০-১৯৪৭ (১৩৪-১৪১) ❑ অসহযোগ আন্দোলন (১৩৪) ❑ বহরমপুরে জাতীয় নেতৃত্ব (১৩৫) ❑ খাদি আন্দোলন (১৩৫) ❑ আইন অমান্য আন্দোলন (১৩৬) ❑ ভারত-ছাড়ো আন্দোলন (১৩৬) ❑ সশস্ত্র বিপ্-বী আন্দোলন (১৩৭) ❑ নতুন চিন্তার উন্মেষ (১৩৮) ❑ ছাত্র আন্দোলনের নতুন ধারা (১৩৯) ❑ কৃষক আন্দোলন (১৩৯) ❑ কমিউনিষ্ট আন্দোলন (১৪০) ❑ তথ্যসূত্র (১৪২-১৪৮)

চতুর্থ অধ্যায়

জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস (১৪৯-২০৮)

জনসংখ্যা (১৪৯-১৫৪) ❑ জনসংখ্যার পরিবর্তন (১৪৯) ❑ লিঙ্গ অনুপা ত(১৫৪-১৫৭) ❑জনসংখ্যার ঘনত্ব (১৫৭-১৫৯) ❑ জনসংখ্যা ঃ শহর ও গ্রাম (১৫৯-১৬৪) ❑ এক দশকের জনবৃদ্ধি (১৬০) ❑ নগরায়ণ (১৬৪-১৭২) ❑ নব নগরায়ণ (১৭০৪-১৭৬০) (১৬৫) ❑ প্রাচীন নগরগুলির অব(য় ও নতুন নগরের সূচনা (১৬৭) ❑ লালবাগ (১৬৯) ❑ ধুলিয়ান (১৬৯) ❑ জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ (১৭১) ❑ প্রব্রজন (১৭৩-১৭৮) ❑ বিবাহ ও পরিবার (১৭৮-১৭৯) ❑ধর্মীয় সম্প্রদায় (১৮০-১৮২) ❑ বর্ণ ও জাতি (১৮২-১৯১) ❑ বাগদি (১৮৩) ❑ চর্মকার (১৮৩) ❑ রজক বা ধোপা (১৮৪) ❑ গোপ বা গোয়ালা (১৮৪) ❑ সদগোপ (১৮৫) ❑ শুঁড়ি (১৮৫) ❑ বাউড়ি (১৮৫) ❑ ডোম (১৮৫) ❑ কোনাই (১৮৫) ❑ হাড়ি (১৮৫) ❑ মাল (১৮৫) ❑ চাঁই (১৮৬) ❑ জেলে-কৈবর্ত(১৮৬) ❑ নমশূদ্র (১৮৬) ❑ পোদ (১৮৬) ❑ রাজবংশী (১৮৬)❑ লোকভাষা (১৯২-১৯৭) ❑ নারীর অবস্থা ও মর্যাদা (১৯৮-২০৬) ❑ লিঙ্গ অনুপাত ও তার পরিবর্তন (১৯৮) ❑ কর্মী সংখ্যা, নারী-পু(ষ অনুপাত, পরিবর্তন (১৯৯) ❑ শ্রমজীবী নারী (১৯৯) ❑ নারী শি(া (১৯৯) ❑ সন্তান জন্মের হার (২০২) ❑ বিবাহ (২০২) ❑ নারী নির্যাতন (২০২) ❑ নারী কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী (২০২) ❑ মহিলা সংগঠন (২০৬) ❑ তথ্যসূত্র (২০৭-২০৮)

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবন (২০৯ - ২৬০)

কর্মী জনসংখ্যা, জীবিকার ধরণ (২০৯-২১৪) ❑ জমির মালিকানা ভিত্তিক কৃষিজীবীর বিভাজন (২১১) ❑ বর্গাদার ও পাট্টাদার (২১৩) ❑ খনি, বাগিচা, পরিবহণ ইত্যাদি (২১৩) ❑ অকর্মী জনসংখ্যা (২১৩) ❑ জীবিকার ধরণ ও প্রবণতা (২১৫-২২০) ❑ কৃষিচ্যুতির মাত্রা (২২১) ❑ কর্মহীনতা (২২২) ❑

সরকারী প্রকল্পে কর্মসংস্থান (২২২) ❑ মূল্যস্তর (২২৪) ❑ জীবনযাত্রার মান ও ভোগকারীর মূল্য সূচক (২২৫) ❑ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র (২২৯) ❑ বেকার ভাতা প্রদান প্রকল্প (২৩০) ❑ জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (২৩২-২৩৬) ❑ মানব উন্নয়ন সূচক (২৩৬-২৫১) ❑ স্বনিযুক্তি(প্রকল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান (২৫২-২৫৮) ❑ শিশুশ্রমিকঃ একটি অঞ্চলভিত্তিক সমী(া (২৫৮-২৫৯) ❑ তথ্যসূত্র (২৬০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি ও সেচ (২৬১ - ২৯১)

ভুমি সদ্ব্যবহারঃ ঐতিহাসিক পটভূমি (২৬১-২৬৪) ❑ বর্তমান পটভূমি (২৬৪-২৬৫) ❑ জেলার কৃষি জীবন (২৬৫-২৬৭) ❑ জেলার প্রধান ফসলের চাষ ও উৎপাদন (২৬৮-২৭০) ❑ খাদ্য শস্যের চাহিদা ও উৎপাদন (২৬৯) ❑ শংসিত বীজ (২৭০) ❑ মাটি (২৭০-২৭৪) ❑ মাটির পরী(া ও সুষম সারের প্রয়োগ (২৭০) ❑ সার ও সুষম সারের প্রয়োগ (২৭২) ❑ মাটির স্বাস্থ্য - সবুজ সার ও জীবাণু সারের প্রয়োগ (২৭২) ❑ রাসায়নিক সারের মান নিয়ন্ত্রণ (২৭৩) ❑ কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার এবং রোগ পোকা সুসংহত ভাবে নিয়ন্ত্রণ (২৭৩) ❑ আধুনিক ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি(২৭৪-২৮০) ❑ কৃষিঋণ (২৭৪) ❑ সরকারী কৃষি খামার (২৭৫) ❑ ভর্তুকীতে শংসিত বীজ সরবরাহ (২৭৬) ❑ বিশেষ পাট উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৬) ❑ নিবিড় দানাশস্য উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৬) ❑ ডালশস্য উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৮) ❑ জাতীয় ডালশস্য উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৮) ❑ তৈলবীজ উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৮) ❑ তৈলবীজ উৎপাদন প্রকল্প (২৭৮) ❑ ই(উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৮) ❑ সহনীয় ই(উন্নয়ন প্রকল্প (২৭৮) ❑ গ্রামীণ সার্বিক শি(া প্রকল্প (২৭৮) ❑ কৃষক প্রশি(ণ প্রকল্প (২৭৮) ❑ জৈব সার উৎপাদন ও সার-গর্ত খনন প্রকল্প (২৭৯) ❑ শস্যর(া কীটনাশক ঔষধপত্রের মান নির্ণয় প্রকল্প (২৭৯) ❑ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প (২৭৯) ❑ কৃষক বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প (২৭৯) ❑ বিভিন্ন ফসলের বীজ মিনিকিট এবং তার সরবরাহ (২৭৯) ❑ কৃষি পরিকাঠামো (২৮০) ❑ প্রশি(ণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য (২৮০) ❑ জাতীয় জল বিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প (২৮০) ❑ ডাল শস্য এবং তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র (২৮১-২৮৪) ❑ কৃষক বার্ধক্য ভাতা (২৮৪) ❑ সেচ (২৮৪) ❑ তথ্যসূত্র (২৯১)

সপ্তম অধ্যায়

মৎস্যচাষ ও প্রাণীসম্পদ (২৯২ - ৩০০)

মৎস্যচাষ (২৯২-২৯৫) ❑ প্রাণীসম্পদ (২৯৫-৩০০) ❑ বিভাগের কাঠামোগত পরিবর্তন (২৯৫) ❑ গো-মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২৯৬) ❑ (দ্র প্রাণী উন্নয়ন প্রকল্প (২৯৬) ❑ সবুজ গোখাদ্য উন্নয়ন প্রকল্প (২৯৮) ❑ প্রাণী স্বাস্থ্য সুর(া (২৯৯) ❑ গো-বসন্ত নির্মূলকরণ প্রকল্প (২৯৯) ❑ এঁষো বা খুরাই রোগ নির্মূল প্রকল্প (২৯৯) ❑ তড়কা, বজবজিয়া, গলাফোলা রোগের প্রতিষেধক টিকাকরণ (২৯৯) ❑ মুরগীর রাণী(ত রোগের প্রতিষেধক টীকাকরণ (২৯৯) ❑ হাঁসের প্ে-গ রোগ প্রতিরোধক টীকাকরণ (২৯৯) ❑ প্রশি(ণ কর্মসূচী (৩০০)

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প (৩০১ - ৩৩৭)

পটভূমিকা (৩০১-৩০৭) ❑ রেশমশিল্প, বয়নশিল্প ও খাদিশিল্প (৩০৭-৩১৪) ❑ রকমারি রেশম (৩০৭) ❑ পলুপোকা থেকে রেশমের জন্মকথা (৩০৮) ❑ মুর্শিদাবাদের রেশমের অতীত গৌরব (৩০৯) ❑ বাংলার রেশম খাদির স্বীকৃতি (৩১৩) ❑ খাদি ও মসলিন (৩১৪-৩১৬) ❑ বালুচরী (৩১৬-৩১৭) ❑

মুর্শিদাবাদ

বালাপোষ (৩১৮) ❑ কম্বল শিল্প (৩১৮) ❑ পাটজাত শিল্প (৩১৯) ❑ কাঁসা পেতল শিল্প (৩১৯-৩২৩) ❑ অলঙ্কার শিল্প (৩২৩-৩২৪) ❑ শঙ্খ শিল্প (৩২৫) ❑ দা(শিল্প (৩২৫-৩২৬) ❑ শোলা শিল্প (৩২৭-৩৩০) ❑ হস্তিদন্ত শিল্প (৩৩০) বাঁশ ও বেতের কাজ (৩৩০-৩৩১) ❑ মৃৎশিল্প (৩৩১-৩৩২) ❑ মিষ্টান্ন শিল্প(৩৩২-৩৩৩) ❑ বিড়ি শিল্প (৩৩৩-৩৩৫) ❑ ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩৩৫-৩৩৬) ❑ শিল্প সম্ভাবনা (৩৩৬-৩৩৭)

নবম অধ্যায়

সঞ্চয়, ঋণ ও বাণিজ্য (৩৩৮ - ৩৯০)

ঐতিহাসিক পটভূমিকা (৩৩৮-৩৪০) ❑ আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (৩৪০-৩৪৯) ❑ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (৩৪০) ❑ সমবায় ব্যাঙ্ক (৩৪১) ❑ সমবায় (৩৫০-৩৫৬) ❑ স্বল্প সঞ্চয় (৩৫৭) ❑ মুর্শিদাবাদের হাট (৩৫৭-৩৭৮) ❑ মেলা (৩৭৯-৩৮৯) ❑ তথ্যসূত্র (৩৯০)

দশম অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ (৩৯১-৪০৭)

জলপথ (৩৯১-৩৯৪) ❑ স্থলপথ (৩৯৫-৪০৪) ❑ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পথ (৩৯৫) ❑ নাগপুর কনফারেন্স (৩৯৬) ❑ জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়ক (৩৯৯) ❑ যানবাহন (৩৯৯) ❑ রেলপথ (৪০১) ❑ ডাক যোগাযোগ(৪০৪-৪০৫) ❑ টেলি যোগাযোগ (৪০৫-৪০৬) ❑ তথ্যসূত্র (৪০৭)

একাদশ অধ্যায়

শি(া (৪০৮ - ৪৫৬)

পটভূমিকা (৪০৮-৪১২) ❑ প্রাথমিক শি(া (৪১২-৪১৫) ❑ জেলা প্রাথমিক শি(া কর্মসূচী (৪১২) ❑ শিশুশি(া কর্মসূচী (৪১৫) ❑ মাধ্যমিক শি(া (৪১৬-৪৩০) ❑ কৃষ(নাথ কলেজ স্কুল (৪১৬) ❑ রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির (৪১৬) ❑ গু(দাস তারাসুন্দরী ইনষ্টিটিউশন (৪১৭) ❑ বহরমপুর মহাকালী পাঠশালা উচ্চবালিকা বিদ্যালয় (৪১৭) ❑ চক্ ইসলামপুর এস. সি. এম. উচ্চ বিদ্যালয় (৪১৭) ❑ কান্দী রাজ উচ্চ বিদ্যালয় (৪১৭) ❑ বেলডাঙ্গা কাশিমবাজার রাজ গোবিন্দসুন্দরী বিদ্যাপীঠ (৪১৮) ❑ নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন, মুর্শিদাবাদ (৪১৮) ❑ কাঞ্চনতলা জগবন্ধু ডায়মণ্ড জুবিলি ইনস্টিটিউশন (৪১৮) ❑ জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয় (৪১৮) ❑ সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (৪১৯) ❑ জেলার বিদ্যালয়গুলির তালিকা (৪১৯-৪২৭) ❑ মাধ্যমিক শি(া কেন্দ্র (৪৩০) ❑ উচ্চশি(াঃ কলেজ (৪৩১-৪৩৭) ❑ বহরমপুর গার্লস কলেজ (৪৩২) ❑ শ্রীপৎ সিং কলেজ (৪৩৩) ❑ জঙ্গীপুর কলেজ (৪৩৩) ❑ কান্দী রাজ কলেজ(৪৩৩) ❑ পেশাদারী ও কারিগরী শি(া (৪৩৮-৪৪১) ❑ (ক) ডিগ্রী কলেজ (৪৩৮-৪৩৯) ❑ কলেজ অব্ টেক্সটাইল টেক্নোলজি, বহরমপুর (৪৩৮) ❑ ডোমকল ইনষ্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্নোলজি (৪৩৮) ❑ (খ) ডিপে-মা কলেজ (৪৩৯-৪৪০) ❑ মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজি (৪৩৯) ❑ শেখপাড়া আব্দুর রহমান মেমোরিয়াল পলিটেকনিক (৪৩৯) ❑ সেন্ট্রাল সেরিকালচার রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (৪৪০) ❑ (গ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী সংস্থা (৪৪০-৪৪১) ❑ ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (৪৪০) ❑ বেঙ্গল সেরিকালচার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (৪৪০) ❑ জেলা হস্তচালিত তাঁত উন্নয়ন বিভাগ (৪৪০) ❑ নেহে(যুব কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ (৪৪০) ❑ যুব কল্যাণ অধিকার ❑ পশ্চিমবঙ্গ সরকার (৪৪১) ❑ সৈয়দ নু(ল হাসান কলেজ এস.টি.ভি. সেন্টার (ফরাক্কা) (৪৪১) ❑ সা(রতা (৪৪১-৪৪৩) ❑ প্রবহমান শি(া কর্মসূচী (৪৪৩) ❑ গ্রন্থাগার (৪৪৩-৪৫৫) ❑ মুর্শিদাবাদ নিজামত লাইব্রেরী (৪৪৫) ❑

জেলা কালেক্টরেট লাইব্রেরী (৪৪৫) ❑ গ্র্যান্টহল গ্রন্থাগার (৪৪৫) ❑ জেলা গ্রন্থাগার (৪৪৬) ❑ কৃষ(নাথ কলেজ লাইব্রেরী (৪৪৬) ❑ লালবাগ নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন গ্রন্থাগার (৪৪৬) ❑ শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির (৪৪৬) ❑ লালগোলা মহেশনারায়ণ গ্রন্থাগার (৪৪৬) ❑ আজিমগঞ্জ বাণীমন্দির গ্রন্থাগার (৪৪৭) ❑ জঙ্গীপুর সরস্বতী গ্রন্থাগার (৪৪৭) ❑ দেশবন্ধু যতীন দাস পাঠাগার (৪৪৭) ❑ কান্দী সাধারণ গ্রন্থাগার (৪৪৭) ❑ গোকর্ণ শ্রদ্ধানন্দ স্মৃতি মন্দির পাঠাগার (৪৪৭) ❑ প্রসন্নকুমার স্মৃতি গ্রন্থাগার, বেলডাঙ্গা (৪৪৭) ❑ রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার (৪৪৮) ❑ পাঁচথুপি বাণী মন্দির সাধারণ পাঠাগার (৪৪৮) ❑ গ্রন্থাগার আন্দোলন (৪৪৮) ❑ একনজরে জেলা গ্রন্থাগার (৪৪৯) ❑ জেলার গ্রন্থাগারগুলির তালিকা (৪৫০-৪৫৫) ❑ সংগ্রহশালা (৪৫৬) ❑ হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালা (৪৫৬) ❑ জেলা সংগ্রহশালা, জিয়াগঞ্জ (৪৫৬)

দ্বাদশ অধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি(৪৫৭-৫০৬)

সাহিত্যচর্চা (৪৫৭) ❑ পত্রপত্রিকা (৪৬০) ❑ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা (৪৬৬) ❑ গণ সংগীত(৪৭০) ❑ মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চা (৪৭১-৪৭৮) ❑ বহরমপুর মহকুমা (৪৭১) ❑ বেলডাঙ্গা (৪৭৪) ❑ লালবাগ মহকুমা (৪৭৪) ❑ জিয়াগঞ্জ (৪৭৫) ❑ ডোমকল মহকুমা (৪৭৫) ❑ চক ইসলামপুর (৪৭৫) ❑ ভগীরথপুর (৪৭৫) ❑ কান্দী মহকুমা (৪৭৫) ❑ পাঁচথুপি (৪৭৬) ❑ জঙ্গীপুর মহকুমা (৪৭৬) ❑ ফরাক্কা (৪৭৭) ❑ ভাস্কর্য ও শিল্পকলা (৪৭৮-৪৭৯) ❑ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (৪৭৮) ❑ মূর্তি শিল্প (৪৭৮) ❑ মুর্শিদাবাদ কলম (৪৭৯) ❑ লোকসংস্কৃতি (৪৮২-৫০৫) ❑ প্রবেশিকা পর্ব (৪৮২-৪৯৩) ❑ ইতিহাসের প্রে(াপটে (৪৮২) ❑ লোকায়ত ধর্ম (৪৮৩) ❑ লোক জীবন (৪৮৪) ❑ বহিরাগত জনগোষ্ঠী (৪৮৪) ❑ সুফি পীর দরবেশ ফকিরের আস্তানা (৪৮৪) ❑ উত্তর থেকে দ(ণে (৪৮৫) ❑ জঙ্গীপুর মহকুমা (৪৮৫) ❑ লালবাগ মহকুমা (৪৮৭) ❑ বহরমপুর মহকুমা (৪৮৮) ❑ পরিচয় পর্ব (৪৯৩-৪৯৯) ❑ পর্যালোচনা পর্ব (৪৯৯-৫০৫) ❑ লোকসংস্কৃতির বিবর্তন (৪৯৯) ❑ লোকশিল্পীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা (৬০১) ❑ সাংগঠনিক উদ্যোগ ও লোকশিল্পীদের দেশ-দেশান্তরে অভিযাত্রা (৫০২) ❑ উজ্জীবন পরিকল্পনা (৫০৩) ❑ মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতির চর্চার ধারা (৫০৩)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য (৫০৭-৫৩৪)

ঐতিহাসিক পট ভূমিকা (৫০৭-৫১১) ❑ গ্যাসট্রেলের প্রতিবেদন (৫০৭) ❑ বেঙ্গল ড্রেনেজ কমিটির প্রতিবেদন (৫০৭) ❑ ফ্রাই-এর প্রতিবেদন (৫০৯) ❑ জ্বরের প্রকারভেদ (৫০৯) ❑ প্রতিবন্ধীতা (৫১০) ❑ চিকিৎসালয় (৫১০) ❑ উন্মাদাশ্রম (৫১০) ❑ চিকিৎসায় ভেষজ ঔষধ (৫১০) ❑ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো (৫১২-৫১৫) ❑ মানসিক হাসপাতাল (৫১৫) ❑ শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য (৫১৫-৫১৯) ❑ পাঁচ বছর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে মৃত্যু (৫১৬) ❑ প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচী (৫১৭) ❑ রক্ত(াল্পতা প্রতিরোধ কর্মসূচী (৫১৮) ❑ জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ (৫১৮) ❑ জন্ম নিয়ন্ত্রণ (৫১৯-৫২০) ❑ টীকাদান কর্মসূচী (৫২১-৫২৩) ❑ বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী (৫২৩-৫৩১) ❑ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (৫২৫) ❑ কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ (৫২৫) ❑ জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (৫২৬) ❑ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ (৫২৬) ❑ বিশেষ পাল্‌স্ পোলিও অভিযান (৫২৭) ❑ নিবিড় ও সুসংহত স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচী (৫৩১) ❑ জল সরবরাহ (৫৩২) জেলায় আর্সেনিক দূষণ (৫৩২-৫৩৪) ❑ জেলার রোগসমূহ; শেষে যা বলবার (৫৩৪)

চতুর্দশ অধ্যায়

সাধারণ প্রশাসন (৫৩৫-৫৫১)

সাধারণ বিভাগ (জেনারেল) (৫৩৫) ❑ ন্যায়িক মুন্সিখানা (৫৩৬) ❑ আদালতের ত্রে(াকী পরোয়ানা জারি বিভাগ (সার্টিফিকেট) (৫৩৭) ❑ অসামরিক প্রতির(া (সিভিল ডিফেন্স) (৫৩৭) ❑ সাধারণ ত্রাণ বিভাগ (নর্মাল রিলিফ ডিপার্টমেন্ট) (৫৩৮) ❑ জেলা পরিবহণ দপ্তর (৫৩৮) ❑ ভারত বাংলাদেশ পাসপোর্ট (৫৩৯) ❑ রাজস্ব মুন্সিখানা (৫৩৯) ❑ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর (৫৪০) ❑ জন অভিযোগ সহায়তা এবং নারী নির্যাতন সংত্র(ান্ত অভিযোগ (৫৪১) ❑ উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন বিভাগ (৫৪১) ❑ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ (৫৪১) ❑ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিভাগ (৫৪২) ❑ জলাশয় উন্নয়ন বিভাগ (৫৪২) ❑ (তিপূরণ বিভাগ (কমপেনসেশন) (৫৪২) ❑ সমাজ কল্যাণ বিভাগ (৫৪৩) ❑ সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প সেল (৫৪৫) ❑ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ (৫৪৬) ❑ ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ (৫৪৭) ❑ যুব কল্যাণ দপ্তর (৫৪৭) ❑ অন্তঃশুল্ক বিভাগ বা আবগারী বিভাগ (৫৪৯) ❑ মুর্শিদাবাদ জেলা জনশি(া প্রসার কর্মসূচী (৫৫০) ❑ বয়স্ক শি(া উচ্চবিদ্যালয় (৫৫০) ❑ বিদ্যাসাগর বয়স্ক শি(া বিদ্যালয় (৫৫০) ❑ নবাব বাহাদুর বয়স্ক শি(া বিদ্যালয় (৫৫০) ❑ কেন্দ্রীয় রাজ্য কল্যাণ কেন্দ্র (৫৫০) ❑ মহারাণী নীলিমাপ্রভা মূক ও বধির প্রতিষ্ঠান (৫৫০) ❑ অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তর (৫৫১)

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন ও সংশোধনাগার (৫৫৩-৫৭১)

বিচার ব্যবস্থা (৫৫৩-৫৫৯) ❑ পুলিশ প্রশাসন (৫৫৯-৫৬৯) ❑ সংশোধনাগার (৫৭০)

ষোড়শ অধ্যায়

ভূমি ও ভূমিসংস্কার (৫৭২-৫৮৯)

পটভূমিকা (৫৭২-৫৭৭) ❑ জরিপ ও প্রশাসনিক কাঠামো (৫৭৭-৫৮৩) ❑ ভূমিসংস্কার (৫৮৩-৫৮৫) ❑ ভূমি সংস্কারের কাজে মুর্শিদাবাদ (৫৮৫-৫৮৭)❑ বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত(করণ (৫৮৭-৫৮৯)

সপ্তদশ অধ্যায়

স্বায়ত্তশাসন (৫৯০ - ৬১২)

গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন (৫৯০-৫৯১) ❑ গ্রামীণ চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ (৫৯০) ❑ দি ডিস্ট্রিক্ট রোড সেস্ এ্যাক্ট, ১৮৭১ (৫৯০) ❑ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কীয় লর্ড রিপনের সিদ্ধান্ত সমূহ (৫৯০) ❑ বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন, ১৮৮৫ (৫৯০) ❑ জেলা বোর্ড (৫৯০) ❑ স্থানীয় বোর্ড (৫৯১) ❑ ইউনিয়ন কমিটি (৫৯১) ❑ বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন আইন, ১৯১৯ (৫৯১) ❑ ৩১ শে জুলাই ১৯৩৭ মুর্শিদাবাদে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন পর্বের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব (৫৯১) ❑ স্বাধীনোত্তর কালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (৫৯২-৬০৫) ❑ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ (৫৯২) ❑ পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ (৫৯২) ❑ জেলা পরিষদ (৫৯২) ❑ আঞ্চলিক পরিষদ (৫৯৩) ❑ অঞ্চল পঞ্চায়েত (৫৯৩) ❑ গ্রাম পঞ্চায়েত (৫৯৩) ❑ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩

(৫৯৪) ❑ পঞ্চায়েতে নবপর্যায়, ১৯৭৮ (৫৯৫) ❑ গঠন (৫৯৬) ❑ আসন সংর(ণ (৫৯৬) ❑ ১৯৭৩ এর পশ্চিমবঙ্গপঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত (৫৯৬) ❑ পঞ্চায়েত কর্মচারী (৫৯৭) ❑ গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস (৫৯৭) ❑ পঞ্চায়েত সমিতির গঠন (৫৯৮) ❑ স্থায়ী সমিতি (৫৯৮) ❑ পৌর স্বায়ত্তশাসন (৬০৬-৬১১) ❑ তথ্যসূত্র (৬১২)

অষ্টাদশ অধ্যায়

নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব (৬১৩ - ৬২৪)

স্বাধীনতা-পূর্ব কাল (৬১৩) ❑ স্বাধীনতা উত্তরকাল (৬১৪-৬২৪)

ঊনবিংশ অধ্যায়

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (৬২৫ - ৬৩৪)

পটভূমিকা (৬২৫-৬৩৪) ❑ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি (৬২৫) ❑ সারগাছি রামকৃষ(মিশন (৬২৫) ❑ মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতি (৬২৬) ❑ বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি (৬২৬) ❑ স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ (৬২৬) ❑ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (৬২৬) ❑ মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন (৬২৭) ❑ হিন্দুস্থান সেবা সমিতি, সৈদাবাদ সবুজ সংঘ সেবা সমিতি (৬২৭) ❑ ভারত সেবাশ্রম সংঘ (৬২৭) ❑ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ (৬২৮) ❑ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (৬২৮) ❑ আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি (৬২৮) ❑ লায়ন্স ক্লাব (৬২৮) ❑ নেতাজী স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা (৬২৯) ❑ শহীদ (দিরাম পাঠাগার (৬২৯) ❑ মুর্শিদাবাদ আই কেয়ার অ্যান্ড ডোনেশান সেন্টার (৬২৯) ❑ সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন (৬২৯) ❑ সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স বিগ্রেড (৬৩০) ❑ স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম (৬৩০) ❑ রেডক্র(শ সোসাইটি (৬৩১) ❑ মীর্জাপুর নবভারত মিশন (৬৩১) ❑ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টরি ব্লাড ডোনারস্ ফোরাম (৬৩১) ❑ দূরবীন (৬৩১) ❑ পলসা পল্লী উন্নয়ন সমিতি (৬৩২) ❑ গামিলা নবীন সংঘ (৬৩২) ❑ সেবাব্রত (৬৩২) ❑ বহরমপুর নাগরিক সমিতি (৬৩২) ❑ প্রান্ত(নী (৬৩২) ❑ সুপ্রভা পঞ্চশীলা মহিলা উদ্যোগ সমিতি (৬৩২) ❑ বহরমপুর প্রবীণ সভা (৬৩২) ❑ নেহে(যুবকেন্দ্র (৬৩২) ❑ ঝুনকা প্রতিবন্ধী আলোক নিকেতন (বেলডাঙ্গা) (৬৩৩) ❑ চাতরা শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সমাজকল্যাণ বিদ্যালয় (৬৩৩) ❑ সুপ্রভা পঞ্চশীলা মহিলা উদ্যোগ সমিতি (চেতনা ইউনিট) (৬৩৩) ❑ প্রথাবহির্ভূত শি(া প্রতিষ্ঠান (৬৩৩)

বিংশ অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ (৬৩৫ - ৬৬৫)

অমরকুন্ড (৬৩৫) ❑ আজিমগঞ্জ (৬৩৫) ❑ কালিকাপুর (৬৩৫) ❑ কালীতলা দিয়ার (৬৩৬) ❑ কাশিমবাজার (৬৩৭) ❑ কাগ্রাম (৬৪০) ❑ কান্দী (৬৪১) ❑ কিরীটে(রী (৬৪২) ❑ খে(র (৬৪২) ❑ খোশবাগ (৬৪৩) ❑ গিয়াসাবাদ (৬৪৩) ❑ গোকর্ণ (৬৪৪) ❑ গোবরহাটি (৬৪৪) ❑ চক্ ইসলামপুর (৬৪৫) ❑ চরকা (৬৪৬) ❑ চন্দনবাটি (৬৪৬) ❑ চুনাখালি (৬৪৬) ❑ চোঁয়া (৬৪৭) জজান (৬৪৮) ❑ জঙ্গীপুর (৬৪৮) ❑ জিয়াগঞ্জ (৬৪৮) ❑ ডোমকল (৬৪৯) ❑ নগর (৬৪৯) পাঁচথুপি (৬৫০) ❑ ফরাক্কা (৬৫০) ❑ ফরিদপুর (৬৫১) ❑ বনওয়ারীবাদ (৬৫১) ❑ বড়নগর (৬৫১) ❑ বহরমপুর (৬৫২) ❑ বেলডাঙ্গা (৬৫৪) ❑ ভগবানগোলা (৬৫৪) ❑ ভরতপুর (৬৫৫) ❑ ভট্টবাটি (৬৫৬) ❑ মানিক্যহার (৬৫৬) ❑ মুর্শিদাবাদ (৬৫৬) ❑ যুগ(রা (৬৬০) ❑ রাঙামাটি (৬৬১) ❑ লালগোলা (৬৬২) ❑ শক্তি(পুর (৬৬৩) ❑ সাগরদীঘি (৬৬৩) ❑ সালার (৬৬৪) ❑ সেখের দীঘি (৬৬৪) ❑ হা(য়া (৬৬৫) ❑ হিলোড়া (৬৬৫)

সারণী সূচী

প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ পরিচয়

সারণী ১.১ মৌজার সংখ্যা ও আয়তনের পরিবর্তন ৪
সারণী ১.২ ব্লক ও পৌরসভার আয়তন, নারী ও পু(ষ ভিত্তিক জনসংখ্যা ৫
সারণী ১.৩ ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান, আয়তন ও জনসংখ্যা ৬
সারণী ১.৪ জমির ব্যবহার মাত্রিক বিভাজন ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভূমি ও প্রকৃতি

সারণী ২.১ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র ভিত্তিক গড় মাসিক বৃষ্টিপাত ও বৃষ্টিপাতের গড় দিনসংখ্যা ৪১
সারণী ২.২ বৃষ্টিপাতের কেন্দ্র ও মাস ভিত্তিক তথ্য ৪২
সারণী ২.৩ একদিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৩৯
সারণী ২.৪ বৃষ্টিপাত, সেপ্টেম্বর, ২০০০ ৩৯
সারণী ২.৬ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং গড় আপে(ক আর্দ্রতা ৪০
সারণী ২.৭ (ক) মাসভিত্তিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৪
সারণী ২.৭ (খ) মাসভিত্তিক আপে(ক আর্দ্রতার (শতাংশ) পরিসংখ্যান ৪৪
সারণী ২.৮ (ক) মাসভিত্তিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪৫
সারণী ২.৮ (খ) মাসভিত্তিক আপে(ক আর্দ্রতার (শতাংশ) পরিসংখ্যান ৪৫
সারণী ২.৯ মাসভিত্তিক আপে(ক আর্দ্রতার(শতাংশ) পরিসংখ্যান ৪৬
সারণী ২.১০ ময়ূরা(ী জলাধারের মাধ্যমে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ৬৫
সারণী ২.১১ ময়ূরা(ী, অজয়, দ্বারকা, জলঙ্গী ও পাগলা-বাঁশলোই নদীগুলির জলের পরিমাণ ৬৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস

সারণী ৪.১ জেলা ও রাজ্যের জনসংখ্যার পরিবর্তন (১৯০১ - ২০০১) ১৫১
সারণী ৪.২ জেলা ও মহকুমাগুলির জনসংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র (১৯০১ - ২০০১) ১৫২
সারণী ৪.৩ জেলার জনসংখ্যার পরিবর্তনের গ্রাম ও শহর ভিত্তিক চিত্র (১৯০১ - ২০০১) ১৫১
সারণী ৪.৪ প্রতি হাজার পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা ১৫৫
সারণী ৪.৫ বিভিন্ন বয়সে প্রতি হাজার পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যা ১৫৬
সারণী ৪.৬ লিঙ্গ অনুপাত ঃ ব্লক ও পৌরসভা ভিত্তিক চিত্র ১৫৭
সারণী ৪.৭ মুর্শিদাবাদ জেলার জনঘনত্বের পরিবর্তন ১৫৮
সারণী ৪.৮ গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ১৬০
সারণী ৪.৯ গ্রাম ও শহর, নারী ও পু(ষ ভিত্তিক জনসংখ্যা ১৬১
সারণী ৪.১০'সেন্সাস টাউন' ও পৌরসভার জনসংখ্যা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ১৬২
সারণী ৪.১১ শহরের শ্রেণীবিভাগ ঃ ১৯৯১, ২০০১ ১৬৪
সারণী ৪.১২ মুর্শিদাবাদ জেলার জনাগমের চিত্র ১৭৪
সারণী ৪.১৩ জনাগম (১৯৬১, ১৯৯১) ১৭৭
সারণী ৪.১৪ জনাগম ১৯৯১ ১৭৮
সারণী ৪.১৫ বয়স ভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থার চিত্র ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৯১ ১৭৯
সারণী ৪.১৬ ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা পরিবর্তন ১৮০
সারণী ৪.১৭ হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার ব্লকভিত্তিক চিত্র ১৯৮১ - ১৯৯১ ১৮১
সারণী ৪.১৮ অন্যান্য ধর্মের জনসংখ্যার চিত্র (৭১-৯১) ১৮২
সারণী ৪.১৯ তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতি ১৮৪
সারণী ৪.২০ ব্লকভিত্তিক তপসিলী জাতি ও উপজাতির জনসংখ্যা ঃ ১৯৯১ ১৮৭
সারণী ৪.২১ জাতি ও থানাভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ ১৯৭১ ১৮৮
সারণী ৪.২২ পশ্চিমবঙ্গে নারী-পু(ষ তুলনা মূলক জীবনযাত্রার মানের সূচক, ১৯৮১ ১৯৮
সারণী ৪.২৩ মুর্শিদাবাদের নারী ও পু(ষ কর্মী ১৯৯

সারণী ৪.২৪ মহিলাদের কর্মে অংশ গ্রহণের শতকরা হার (১৯৭১-৯১) ১৯৯
সারণী ৪.২৫ মহিলা প্রধান কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন কাজের ে(ত্রে অংশ গ্রহণের শতকরা হার ২০০
সারণী ৪.২৬ মুর্শিদাবাদে শি(তের হার ২০১
সারণী ৪.২৭ মুর্শিদাবাদে নারী শি(ার পরিকাঠামো (২০০২-২০০৩) ২০৩
সারণী ৪.২৮ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ধরণের শি(া প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০১
সারণী ৪.২৯ মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ধরনের শি(া প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হার ২০০
সারণী ৪.৩০ শহর ও গ্রামাঞ্চলে শি(তের শতকরা হার, ১৯৯১, (০-৬ বয়সী বাদে) ২০৪
সারণী ৪.৩১ নারী ও শিশু অনুপাত (১৯৯১) ২০৫
সারণী ৪.৩২ নারী পু(ষের বৈবাহিক অবস্থা (১৯৯১) ২০৬
সারণী ৪.৩৩ মুর্শিদাবাদে নারী সংত্র(ান্ত অপরাধ ২০৫

পঞ্চম অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক জীবন

সারণী ৫.১ জীবিকাগত শ্রেণীবিভাগ ঃ ১৯৯১ - ২০০১ ২০৯
সারণী ৫.২ কৃষিজোতের সংখ্যা ও আয়তন (একর) ২১২
সারণী ৫.৩ মোট কৃষি জোতের মালিকানার শতাংশ হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর জোতের মালিকানা ২১১
সারণী ৫.৪ বিভিন্ন শ্রেণীর জোতের আওতায় মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ হিসাবে) ২১২
সারণী ৫.৫ জেলায় বর্গাদার, পাট্টাদার ও কৃষিজীবির সংখ্যা (১৯৯৯ - ২০০০) ২১৪
সারণী ৫.৬ প্রধান কর্মীর সংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মে অংশগ্রণের হার ২১৫
সারণী ৫.৭ কর্মসংস্থানের ে(ত্রভিত্তিক প্রবণতা ২১৬
সারণী ৫.৮ পু(ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ে(ত্রভিত্তিক প্রবণতা ২১৭
সারণী ৫.৯ কৃষিপণ্যের ও অকৃষিপণ্যের কারবারী সংস্থার সংখ্যা ২১৮
সারণী ৫.১০ জীবিকার ধরণ-মহকুমা ও ব্লক ভিত্তিক - নারী ও পু(ষ (১৯৯১) ২১৯
সারণী ৫.১১ কৃষিচ্যুতির মাত্রা ২২১
সারণী ৫.১২ জেলার কর্মহীন জনসংখ্যা ২২২
সারণী ৫.১৩ দ(, অর্ধদ(ও অদ(শ্রমিকের মজুরী ২২২
সারণী ৫.১৪ সরকারী প্রকল্পে কর্মসংস্থান ২২২
সারণী ৫.১৫ টাকা প্রতি সাধারণ চালের পরিমাণ ২২৫
সারণী ৫.১৬ কৃষিপণ্যের বাজারভিত্তিক পাইকারী দাম ২২৫
সারণী ৫.১৭ মুর্শিদাবাদ জেলার রপ্তানী পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, গন্তব্যস্থল, পরিবহণের উপায় ২২৬
সারণী ৫.১৮ জীবনযাত্রার মান ও ভোগকারীর মূল্য সূচক ভিত্তি ১৯৬০ - ১০০ ২২৯
সারণী ৫.১৯ চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা, বার্ষিক নথিভুক্ত(, পুঞ্জিভূত বেকার সংখ্যা, ২০০০ ২২৯
সারণী ৫.২০ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের নথিভুক্ত(করণ (১৯৭৭ - ২০০০) ২৩০
সারণী ৫.২১ নথিভুক্ত(করণ, নিয়োগ, ঘোষিত শূন্যপদ, বৎসরান্তে বেকার সংখ্যা (১৯৭৭-২০০০) ২৩১
সারণী ৫.২২ জেলায় বেকারভাতা প্রাপকের সংখ্যা (১৯৯৩-২০০১) ২৩১
সারণী ৫.২৩ রাজ্য ও জেলার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২৩২
সারণী ৫.২৪ রাজ্য ও জেলার নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২৩২
সারণী ৫.২৫ উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (চলতি মূল্যে) ২৩৩
সারণী ৫.২৬ উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (১৯৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে) ২৩৪
সারণী ৫.২৭ উৎপাদন ে(ত্র ও উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (চলতি মূল্যে) ২৩৪
সারণী ৫.২৮ উৎপাদন ে(ত্র ও উৎস অনুযায়ী নীট জেলা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (১৯৯৩-৯৪ এর মূল্যস্তরে) ২৩৫
সারণী ৫.২৯ রাজ্য ও জেলার মাথাপিছু আয় ২৩৬
সারণী ৫.৩০ জেলার মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয় সম্পর্কিত চলক ২৩৭
সারণী ৫.৩১ মানব উন্নয়ন সূচক, রাজ্য ও জেলার তুলনামূলক চিত্র ২৪৩
সারণী ৫.৩২ জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন সূচক নির্ণয়ের ল(ণ সমূহ ২৪৪
সারণী ৫.৩৩ মানব উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য ২৪৫
সারণী ৫.৩৪ তুলনামূলক মানব উন্নয়ন সূচক ২৫১
সারণী ৫.৩৫ আই সি ডি পি প্রকল্পে মহিলা উদ্যোগী ২৫৩
সারণী ৫.৩৬ জেলায় ডোকরা প্রকল্প ২৫৪
সারণী ৫.৩৭ ট্রাইসেম প্রকল্পের প্রশি(ণ ও প্রশি(ণার্থী ২৫৪
সারণী ৫.৩৮ স্বর্ণ জয়ন্তী স্বরোজগার যোজনা ২৫৫
সারণী ৫.৩৯ অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের স্বনিযুক্ত(প্রকল্প ২৫৫
সারণী ৫.৪০ জেলায় এস.সি.পি.,টি.এস.পি.-র কাজ ২৫৬

সারণী ৫.৪১ রেশম শিল্প দপ্তরের বিভিন্ন প্রশি(ণ ২৫৬
সারণী ৫.৪২ প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা বিষয়ক তথ্য ২৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কৃষি ও সেচ

সারণী ৬.১ কৃষিজমির শ্রেণীবিভাগ ঃ ঈশাক সার্ভে ও সেট্‌লমেন্ট ২৬১
সারণী ৬.২ দো-ফসলা জমির বৃদ্ধির হার (১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৮-৫৯) ২৬১
সারণী ৬.৩ গু(ত্বপূর্ণ শস্যের চাষ এলাকা ২৬২
সারণী ৬.৪ মোট জমির তুলনায় বিভিন্ন ধরণের জমির অনুপাত ২৬৩
সারণী ৬.৫ ভূমি-ব্যবহার (১৮৫৫ থেকে ৪৪-৪৫) ২৬৩
সারণী ৬.৬ জেলার ভূমি ব্যবহারের তুলনামূলক তথ্য (১৯৬০-৬৫) ২৬৪
সারণী ৬.৭ জেলার সং(প্ত কৃষিকথা ২৬৫
সারণী ৬.৮ কৃষি এলাকা ও উৎপাদনের পরিবর্তন ২৬৮
সারণী ৬.৯ খরিফ মরশুমে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের অগ্রগতি ২৬৯
সারণী ৬.১০ ১৯৯৯ সালে ফসলের উৎপাদন এবং খাদ্যশস্যের চাহিদার পরিসংখ্যান ২৬৯
সারণী ৬.১১ শংসিত বীজ উৎপাদনের খতিয়ান (১৯৮৯ - ২০০০) ২৭১
সারণী ৬.১২ বহরমপুর মাটি পরী(াগারে বাৎসরিক মাটি পরী(ার তুলনামূলক চিত্র ২৭০
সারণী ৬.১৩ অনুখাদ্যের জন্য মাটি পরী(ার তুলনামূলক চিত্র ২৭২
সারণী ৬.১৪ জেলায় নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের ব্যবহার ২৭২
সারণী ৬.১৫ ধৈঞ্চা মিনিকিট বিতরণের তুলনামূলক চিত্র ২৭৩
সারণী ৬.১৬ বহরমপুর পরী(াগারে সারের নমুনা সংগ্রহ ও মান নিয়ন্ত্রণ ২৭৩
সারণী ৬.১৭ জেলায় কীটনাশক ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র ২৭৩
সারণী ৬.১৮ নিবিড় তন্ডুল জাতীয় শস্য উন্নয়ন প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ২৭৪
সারণী ৬.১৯ রাজ্য সরকার কর্তৃক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ২৭৪
সারণী ৬.২০ ফসল ঋণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ ২৭৫
সারণী ৬.২১ সরকারী বীজ কৃষিখামারের বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের গত ৬ (ছয়) বৎসরের খতিয়ান ২৭৬
সারণী ৬.২২ এক নজরে জেলার কৃষি খামারগুলির পরিকাঠামো ২৭৭
সারণী ৬.২৩ ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র উদ্ভূত ডালশস্য তৈলবীজ ২৮২
সারণী ৬.২৪ বার্ধক্য ভাতা ঃ মহকুমা ভিত্তিক চিত্র ২৮৪
সারণী ৬.২৭ ময়ূরা(ী প্রকল্প চালু হবার পর শস্যভিত্তিক উৎপাদন ২৮৯
সারণী ৬.২৮ সেচের বিভিন্ন উৎস ২৮৯
সারণী ৬.২৯ সরকারী প্রকল্প থেকে সেচ ২৮৯
সারণী ৬.৩০ ব্লকভিত্তিক সেচের উৎস ও সেচসেবিত জমি ২৯০

সপ্তম অধ্যায় ঃ মৎস্যচাষ ও প্রাণীসম্পদ

সারণী ৭.১ মৎস্য দপ্তরের বৎসর ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয়িত টাকা ২৯৪
সারণী ৭.২ প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ কৃত বিগত প্রাণী স্বাস্থ্য সুর(ার পরিসংখ্যান ২৯৭
সারণী ৭.৩ ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা ৩০০

অষ্টম অধ্যায় ঃ শিল্প

সারণী ৮.১ ঐতিহ্যমন্ডিত শিল্প ঃ উৎপাদনের দীর্ঘকালীন ধারা ৩০২
সারণী ৮.২ বিভিন্ন (ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার ৩০৩
সারণী ৮.৩ নিবন্ধীকৃত (দ্র ও কুটীর শিল্প ৩০৪
সারণী ৮.৪ জেলা শিল্পকেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ ঋণ ও অনুদান ৩০৬
সারণী ৮.৫ জেলায় তুঁত চাষের জমি, রেশম উৎপাদন ও কর্মী সংখ্যা ৩০৯
সারণী ৮.৬ কাঁসার বাসনের দামের তুলনামূলক চিত্র ৩২৩

নবম অধ্যায় ঃ সঞ্চয় ঋণ ও বাণিজ্য

সারণী ৯.১ সমবায় ব্যাঙ্ক ৩৪১
সারণী ৯.২ সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ৩৪১
সারণী ৯.৩ জেলার সমবায় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন তথ্য ৩৪২
সারণী ৯.৪ জেলার আমানত-ঋণ অনুপাত ৩৪৪
সারণী ৯.৫ ব্যাঙ্ক ভিত্তিক আমানত-ঋণ অনুপাত ৩৪৪
সারণী ৯.৬ অনাদায়ী ঋণ (ল(টাকায়) ৩০-৬-৯৯ পর্যন্ত ৩৪৫
সারণী ৯.৭ মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড আমানত ও ঋণ দানের তথ্য ৩৪৮
সারণী ৯.৮ জেলার ব্যাঙ্কিং সংত্র(ান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ৩৪৯
সারণী ৯.৯ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও সমবায় ঃ অগ্রগতির চিত্র ৩৫২
সারণী ৯.১০ ভাগীরথী-মিল্ক ইউনিয়ন ঃ অগ্রগতির চিত্র (১৯৭৪-২০০৩) ৩৫৪

সারণী ৯.১১ ব্লক ভিত্তিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি ৩৫৫
সারণী ৯.১২ সমবায় সমিতির নিবন্ধন (১৯৫১-২০০৩) ৩৫৫
সারণী ৯.১৩ একনজরে জেলার সমবায় সমিতি সমূহ ৩৫৬
সারণী ৯.১৪ জেলা থেকে পণ্য বিপণনের তথ্য ৩৬১
সারণী ৯.১৫ এক নজরে জেলার হাটসমূহ ৩৬৩
সারণী ৯.১৬ এক নজরে জেলার উল্লেখযোগ্য মেলাসমূহ ৩৭৯

দশম অধ্যায় ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ

সারণী ১০.১ কিংস প্ল্যানে প্রস্তাবিত রাস্তাসমূহ(মুর্শিদাবাদ) ৩৯৭
সারণী ১০.২ ৩১শে মার্চ, ১৯৮১ তে রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত(জেলার গ্রাম সংখ্যা ৩৯৭
সারণী ১০.৩ মুর্শিদাবাদে পি ডব্লিউ ডি, স্থানীয় বোর্ড এবং পুরসভার নিন্ত্রণাধীন রাস্তা ৩৯৮
সারণী ১০.৪ জেলার রাজ্য সড়ক সম্পর্কিত তথ্য ৩৯৯
সারণী ১০.৫ প্রকৃতি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে নিবন্ধীকৃত গাড়ীর সংখ্যা ৪০০
সারণী ১০.৬ জেলায় নিবন্ধীকৃত গাড়ীর সংখ্যা ৪০১
সারণী ১০.৭ ব্লক ভিত্তিক খেয়া ঘাট ৪০৩
সারণী ১০.৮ জেলায় ডাকঘর বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র ৪০৫
সারণী ১০.৯ বিভিন্ন মুখ্য-জাকঘরের অধীনস্থ ডাকঘরের সংখ্যা (২০০১) ৪০৫
সারণী ১০.১০ জেলায় ডেলিভারি ডাকঘরের সংখ্যা ৪০৫
সারণী ১০.১১ জেলায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি আর্থিক বৎসর (৩১ শে মার্চ পর্যন্ত) ৪০৬

একাদশ অধ্যায় ঃ শি(া

সারণী ১১.১ শি(ার অগ্রগতি ঃ ১৮৫৬ - ১৮৭২ ৪১০
সারণী ১১.২ শি(ার অগ্রগতি ঃ ১৮৭১ - ১৯৫১ ৪১১
সারণী ১১.৩ সা(রতার অগ্রগতি ঃ ১৮৭২ - ১৯৫১ ৪১১
সারণী ১১.৩ (ক) শি(ার অগ্রগতি ঃ ১৯৫১ - ১৯৭৭ ৪১১
সারণী ১১.৩ (খ) শি(া প্রতিষ্ঠানের প্রকার (১৯৭৬-৭৭) ৪১১
সারণী ১১.৪ সা(র জনসংখ্যা, গ্রাম ও শহর ঃ ১৯৯১, ২০০১ ৪১১
সারণী ১১.৫ সা(রতা ঃ জেলা ও রাজ্য ৪১২
সারণী ১১.৬ সা(রতার হার ঃ ১৯০১ - ২০০১ ৪১২
সারণী ১১.৭ বৎসর ভিত্তিক প্রাথমিক স্কুল ও শি(ক ৪১২
সারণী ১১.৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা ৪১৩
সারণী ১১.৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা ৪১৩
সারণী ১১.১০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তপসিলী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা ৪১৪
সারণী ১১.১১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজাতি ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ঃ দীর্ঘকালীন ধারা ৪১৪
সারণী ১১.১২ শিশু শি(া কর্মসূচী বিষয়ক তথ্য ৪১৫
সারণী ১১.১৩ (ক) মাধ্যমিক শি(া সংক্র(ান্ত তথ্য ২০০২-০৩ ৪২৮
সারণী ১১.১৩ (খ) মাধ্যমিক শি(া সংক্র(ান্ত তথ্য ২০০২-০৩ ৪২৯
সারণী ১১.১৪ বালিকা বিদ্যালয় ও সহশি(াযুক্ত(বিদ্যালয় ৪৩০
সারণী ১১.১৫ মাধ্যমিক শি(ায় ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার দীর্ঘকালীন ধারা ৪৩০
সারণী ১১.১৬ মুর্শিদাবাদ জেলার কলেজ সংক্র(ান্ত তথ্যাবলী ২০০২-২০০৩ ৪৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ জনস্বাস্থ্য

সারণী ১৩.১ মুর্শিদাবাদ জেলার চিকিৎসালয়গুলির তুলনামূলক তথ্যাবলী (১৮৭২) ৫১১
সারণী ১৩.২ জেলার চিকিৎসালয়গুলির সম্পর্কিত তথ্য (১৯১১) ৫১১
সারণী ১৩.৩ ডাক্ত(ারের সংখ্যা ৫১২
সারণী ১৩.৪ জেলার হাসপাতাল সম্পর্কিত তথ্য ৫১৩
সারণী ১৩.৫ জেলার গ্রামীণ স্বাস্থকেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ৫১৩
সারণী ১৩.৬ জেলার হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য ৫১৩
সারণী ১৩.৭আসন সংখ্যা অনুযায়ী হাসপাতলের বিভাজন ৫১৩
সারণী ১৩.৮ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা ৫১৪
সারণী ১৩.৯ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা ৫১৪
সারণী ১৩.১০ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা ৫১৫
সারণী ১৩.১১ শিশু মৃত্যুর হার ১৯৮১, ১৯৯১ ৫১৫
সারণী ১৩.১২ সাযুজ্য সারণী ঃ শিশুমৃত্যুর হার ও জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু ৫১৬
সারণী ১৩.১৩ প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচী - মোট উপকেন্দ্র নির্মাণ ৫১৭
সারণী ১৩.১৪ জন্ম মৃত্যু নিবন্ধীকরণ সংক্র(ান্ত তথ্য ৫১৯
সারণী ১৩.১৫ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর অগ্রগতি ৫১৯
সারণী ১৩.১৬ পরিবার পরিকল্পনা সংক্র(ান্ত তথ্য ৫২০
সারণী ১৩.১৭ ব্লক ভিত্তিক টীকাকরণ কর্মসূচীর অগ্রগতি ৫২২
সারণী ১৩.১৮ টীকাকরণ কর্মসূচীর অগ্রগতির চিত্র ৫২৩
সারণী ১৩.১৯ ম্যালেরিয়া (১৯৪৮-১৯৫৩) ৫২৪

সারণী ১৩.২০ ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ৫২৪
সারণী ১৩.২১ ম্যালেরিয়া রোগীর বয়স ভিত্তিক বিভাজন ৫২৪
সারণী ১৩.২২ জেলার কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অগ্রগতী ৫২৫
সারণী ১৩.২৩ বিশেষ কুষ্ঠ দূরীকরণ অভিযান কর্মসূচী ৫২৬
সারণী ১৩.২৪ য(া নিরাময় কেন্দ্রের পরিসংখ্যান ৫২৭
সারণী ১৩.২৫ সংশোধিত য(া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ৫২৭
সারণী ১৩.২৬ সংশোধিত য(া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী - কেন্দ্র ভিত্তিক তথ্য ৫২৮
সারণী ১৩.২৭ বিশেষ পালস্ পোলিও অভিযান ২০০২-০৩ ৫২৯
সারণী ১৩.২৮ বিশেষ পালস্ পোলিও অভিযান ২০০২-০৩ ৫৩০
সারণী ১৩.২৯ এক নজরে স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচী পরিসংখ্যান (২০০২-০৩) ৫৩১
সারণী ১৩.৩০ জেলার আর্সেনিক আত্র(ান্ত ব্লক সংত্র(ান্ত তথ্য ৫৩৩

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ সাধারণ প্রশাসন

সারণী ১৪.১ উৎস ও কর সংগ্রহের পরিমাণ (টাকা) ৫৩৬
সারণী ১৪.২ মহকুমা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের কেসের পরিসংখ্যান ও অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ৫৩৭
সারণী ১৪.৩ ত্রাণ দপ্তরের আয় ও ব্যয় (টাকা) ৫৩৮
সারণী ১৪.৪ জেলা পরিবহণ দপ্তর, রাজস্ব সংগ্রহের খতিয়ান ৫৩৯
সারণী ১৪.৫ পাসপোর্ট প্রদান ও পুনর্নবীকরণ ৫৩৯
সারণী ১৪.৬ রাজস্ব মুন্সিখানা - মামলা সংত্র(ান্ত তথ্য ৫৩৯
সারণী ১৪.৭ কৃষি মজুরদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প ৫৪০
সারণী ১৪.৮ বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৪০
সারণী ১৪.৯ উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তরের বিভিন্ন পদের সংখ্যা ৫৪১
সারণী ১৪.১০ (তিপূরণের বিষয় ভিত্তিক পরিসংখ্যান ৫৪৩
সারণী ১৪.১১ সমাজ কল্যাণ বিভাগের কাজের খতিয়ান ৫৪৪
সারণী ১৪.১২ শিশুবিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে টীকা ৫৪৬
সারণী ১৪.১৩ ভূমিঅধিগ্রহণ প্রথম আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ সংত্র(ান্ত কাজ ৫৪৮
সারণী ১৪.১৪ ভূমিঅধিগ্রহণ দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ সংত্র(ান্ত কাজ ৫৪৮
সারণী ১৪.১৫ উত্তেজক পদার্থ ব্যবহারের পরিমাণ টাকা (১৯৯৪-৯৯) ৪৪৯
সারণী ১৪.১৬ অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত আশ্রম হোস্টেলগুলির ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৫৫১
সারণী ১৪.১৭ অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তরের বিবিধ কার্যাবলী ৫৫২

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ

বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন ও সংশোধনাগার

সারণী ১৫.১ মহকুমা ও থানার বিবর্তন (১৯০১-২০০১) ৫৬২
সারণী ১৫.২ জেলার পুলিশ কর্মীর সংখ্যা ৫৬৩
সারণী ১৫.৩ ইউনিট পিছু অফিসার এবং পুলিশ কর্মীর সংখ্যা ৫৬৩
সারণী ১৫.৪ অপরাধ ভিত্তিক মামলার সংখ্যা, বিচার, শাস্তি ও মুক্তি(৫৬৭
সারণী ১৫.৫ সংশোধনাগারগুলির বন্দীধারণ (মতা (১৯৬০) ৫৭০
সারণী ১৫.৬ সংশোধনাগারগুলির বন্দীধারণ (মতা ও বন্দীসংখ্যা ৫৭০
সারণী ১৫.৭ সংশোধনাগারগুলিতে দৈনিক গড় বন্দীসংখ্যা (১৯৫৬-৬০) ৫৭০

ষোড়শ অধ্যায় ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার

সারণী ১৬.১ কৃষিজমির স্বত্ব (১৯২৪-৩২) ৫৮১
সারণী ১৬.২ জেলায় মধ্যস্বত্বজোতের ত্রে(তাদের অনুপাত (১৯৩০-৩৫) ৫৮১
সারণী ১৬.৩ স্বত্বাধিকারী রায়তদের জমির অনুপাত (১৯৪০-৫০) ৫৮২
সারণী ১৬.৪ কৃষিজীবি রায়ত, ভাগচাষী ও ((তমজুরের অনুপাত (শতকরা) ৫৮২
সারণী ১৬.৫ (১৯৪৫-৫০ পর্যন্ত) ৫৮২
সারণী ১৬.৬ ভূমিসংস্কারের আইন ১৯৫৫ তে সরকারে ন্যস্ত জমির পরিমাণ ৫৮৬
সারণী ১৬.৭ বিলিকৃত জমি ও পাট্টা প্রাপক ৫৮৭
সারণী ১৬.৮ নথিভুক্ত(বর্গাদার, জমির পরিমাণ ৫৮৭
সারণী ১৬.৯ স্বত্বলিপি সংশোধনী কাজের অগ্রগতি ৫৮৮

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ স্বায়ত্তশাসন

সারণী ১৭.১ আঞ্চলিক পরিষদগুলির আয় ও ব্যয় ৫৯৩
সারণী ১৭.২ অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির আয় ও ব্যয় ৫৯৪
সারণী ১৭.৩ পঞ্চায়েতগুলির আয় ও ব্যয়, ১৯৬৮-৬৯ ৫৯৪
সারণী ১৭.৪ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং ব্যয়, ১৯৭৩-৭৪ ৫৯৫

সারণী ১৭.৫ দল ও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৫৯৬
সারণী ১৭.৬ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি গড় বাৎসরিক অনুদান ও গড় আয় ৫৯৭
সারণী ১৭.৭ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাপ্ত গন বাৎসরিক অনুদান ও নিজস্ব আয় ৫৯৮
সারণী ১৭.৮ মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল, ১৯৮৮ ৬০০
সারণী ১৭.৯ মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল, ১৯৯৩ ৬০১
সারণী ১৭.১০ মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল, ১৯৯৮ ৬০২
সারণী ১৭.১১ মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল, ২০০৩ ৬০৩
সারণী ১৭.১২ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল, মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ ৬০৪
সারণী ১৭.১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল, মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৮৮ ও ১৯৯৩ ৬০৪
সারণী ১৭.১৪ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল, মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ ৬০৫
সারণী ১৭.১৫ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল, মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৯৮ ও ২০০৩ ৬০৫
সারণী ১৭.১৬ বিভিন্ন পৌরসভার করদাতার সংখ্যা ৬০৮
সারণী ১৭.১৭ বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা ৬০৮
সারণী ১৭.১৮ পুর নির্বাচনের ফলাফল ৬০৮
সারণী ১৭.১৯ পৌরসভার জনসংখ্যা, আয়তন, ঘনত্ব এবং জনসংখ্যা পরিবর্তন ৬০৯
সারণী ১৭.২০ তপসিলী ও তপসিলী উপজাতি জনসংখ্যা, ১৯৯১ ৬০৯
সারণী ১৭.২১ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত(পথের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার), ১৯৯২-৯৩ ৬০৯
সারণী ১৭.২২ পৌরসভার পথের দৈর্ঘ্য, (কিলোমিটার) ১৯৯৯-২০০০ ৬১০
সারণী ১৭.২৩ নিকাশি নালার দৈর্ঘ্য, (কিলোমিটার), ১৯৯২-৯৩ ৬১০
সারণী ১৭.২৪ সাধারণ হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা ৬১০
সারণী ১৭.২৫ পৌরসভার আয় ও ব্যয় (কোটি টাকা) ৬১০
সারণী ১৭.২৬ পৌরসভাগুলির কর্মীবিন্যাস, ১৯৮৯-৯০ ৬১০
সারণী ১৭.২৭ পৌরসভার কর আদায় (হাজার টাকায়) ৬১১

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

সারণী ১৮.১ ১৯৫২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রথম সাধারণ নির্বাচন - মুর্শিদাবাদ জেলা ৬১৪
সারণী ১৮.২ ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন - মুর্শিদাবাদ জেলা ৬১৫
সারণী ১৮.৩ ১৯৬২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন - মুর্শিদাবাদ জেলা ৬১৬
সারণী ১৮.৪ ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন - মুর্শিদাবাদ জেলা ৬১৭
সারণী ১৮.৫ বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৬৯, ৭১, ৭২ ৬২০
সারণী ১৮.৬ বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৭৭, ৮২, ৮৭ ৬২১
সারণী ১৮.৭ বিধানসভা নির্বাচন, ১৯৯১, ৯৬, ২০০১ ৬২২
সারণী ১৮.৮ লোকসভার নির্বাচন, ১৯৫২, ৫৭ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচন (ে ত্র ৬২৩
সারণী ১৮.৯ লোকসভার নির্বাচন, ১৯৫২, ৫৭ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা ৬২৩
সারণী ১৮.১০ লোক সভার নির্বাচন, ১৯৬২ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা ৬২৩
সারণী ১৮.১১ (ক) লোকসভা নির্বাচন-১৯৬৭ ও ১৯৭১ ৬২৪
সারণী ১৮.১১ (খ) মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র নির্বাচনের চিত্র ১৯৬৭-১৯৯৯ ৬২৪
সারণী ১৮.১১ (গ) জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্র নির্বাচনের চিত্র ১৯৬৭-১৯৯৯ ৬২৪
সারণী ১৮.১১ (ঘ) বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র নির্বাচনের চিত্র ১৯৬৭-১৯৯৯ ৬২৪
সারণী ১৮.১২ জেলার লোকসভা নির্বাচন (ে ত্রের বর্তমান এলাকা ৬২৪

সংযোজন

জেলার মৌজা ভিত্তিক লিচু বাগিচা
জেলা সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত(তথ্য

আলোকচিত্র

কিরীটেশ্বরী মন্দির ❑ সোমেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার মন্দির - জজান ❑ শেরপুর মসজিদ ❑ বৌদ্ধ দেবী হারিতী (৮ম-১০ম শতাব্দী) ঃ মহীপাল ❑ প্রজ্ঞাপারমিতা (৮ম-১০ম শতাব্দী)ঃ মহীপাল ❑ পাদপীঠ উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি (৬ষ্ঠ - ৭ম শতাবাদী) ঃ মহীপাল ❑ মহিষমর্দিনী বিগ্রহ - কিরীটেশ্বরী ❑ মদনেশ্বর মন্দিরে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তি ❑ হয়গ্রীব মূর্তি ঃ বড়নগর ❑ দশভূজা বারহী মূর্তি ❑ পঞ্চায়তন মন্দির - পাঁচথুপি ❑ নবরত্ন মন্দির - দয়ানগর ❑ খাগড়ার কাঁসা শিল্পে কর্মরত কারিগরেরা ❑ হাতে বোনা বালুচরী শাড়ী ❑ মুর্শিদাবাদের লোকনৃত্য 'রাইবেঁশে' ❑ পটশিল্পে রামায়ণের কাহিনী - মুর্শিদাবাদের লোকশিল্প ❑ চারবাংলা মন্দির - বড়নগর ❑ গঙ্গেশ্বের মন্দিরের সম্মুখ কক্ষ, ❑ ভগ্ন মাটির মন্দিরের সম্মুখভাগের কারুকার্য ❑ জগদ্বন্ধু ধাম - ডাহাপাড়া ❑ ভবানীশ্বের মন্দির - বড়নগর ❑ পাঠান যুগের টেরাকোটা অলঙ্কৃত মসজিদ-খেজুর ❑ আদিনাথের মন্দির - কাঠগোলা ❑ জাহানকোষা কামান-তোপখানা, মুর্শিদাবাদ ❑ আর্মেণীয় গির্জা - সৈদাবাদ ❑ ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র-কালিকাপুর ❑ হাজারদুয়ারী - মুর্শিদাবাদ ❑ চক্ মসজিদ - মুর্শিদাবাদ ❑ ইমামবাড়া - মুর্শিদাবাদ ❑ রবীন্দ্রসদন - বহরমপুর ❑ কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল - বহরমপুর ❑ প্রশাসনিক ভবন - বহরমপুর ❑ সোনাজেন্দি বনওয়ারীবাদ রাজবাড়ি ❑ সমাধি ক্ষেত্র-খোশবাগ ❑ কাটরা মসজিদ
(৬৬৭-৬৭৮)

মানচিত্র সূচী

জেলার সাধারণ মানচিত্র ❑ অবিভক্ত মহকুমাভিত্তিক মৃত্তিকা মানচিত্র, সদর (১৬ ক), জঙ্গীপুর (১৬ খ), লালবাগ (১৬ গ), কান্দী (১৬ ঘ) ❑ জেলার নদ নদী ও বিল (২৪ ক) ❑ পাগলা ও বাঁশলোইএর অনিয়ন্ত্রিত অববাহিকা (৫৯) ❑ রঘুনাথগঞ্জ শহর ঘিরে নদী প্রণালী (৬০) ❑ জেলার ভূপ্রাকৃতিক বিভাজন (৬৪ ক) ❑ বহরমপুর শহরের নিকাশি ব্যবস্থা (৬৪ খ) ❑ বিভিন্ন নদী অববাহিকা (৬৪ গ) ❑ বন্যা ২০০০, প্লাবিত এলাকা (৬৪ গ) ❑ বন্যা ২০০০ উপগ্রহ চিত্র (৬৪ ঘ) ❑ ময়ূরাক্ষী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার রেখাচিত্র (২৮৭) ❑ ভ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্র (৩৯৪) ❑ জেলার শিল্প মানচিত্র (৬৭৬) ❑ রেনেলের কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্র (৬৭৭) ❑ জেলার প্রাচীন জনপদ (৬৭৮)

আলোকচিত্র ❑ দেবাশিস সাহা (পাপু), উৎপল দাস, বেনু
ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন ❑ বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলকেন্দু সিংহ, বিশ্বেন্দু বাগচী, শ্যামল দাস
উপগ্রহ চিত্র ❑ ডঃ গ্রাহাম চ্যাপম্যান, ভূবিদ্যা বিভাগ, ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়
মানচিত্র ❑ ধরিত্রী কুমার রায়চৌধুরী, সলিল দাস, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ

প্রথম অধ্যায় ঃ সাধারণ পরিচয়

সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	সাধারণ পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভূমি ও প্রকৃতি

অলোক পাল	ঃ	ভূপ্রাকৃতিক পরিচয়, ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস, ভূমি(য়ের এলাকা ও কারণ, পলি সঞ্চয়
সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	মৃত্তিকা, জলনির্গমন পথ, আবহাওয়া, দুর্ভি(
শ্যামল দাস	ঃ	বিল ও জলাভূমি, বন্যা
প্রকাশ দাস বি(াস	ঃ	উদ্ভিদ ও বনসম্পদ, প্রাণী জগৎ, ঝড়, ভূমিকম্প
তপন রায়	ঃ	বন্যা ২০০০

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাস

বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	১৭০৪ সাল পর্যন্ত
শ্যামল দাস	ঃ	১৭০৪ - ১৭৬৫
খায়(ল আনম	ঃ	১৭৬৫ - ১৯১৯
বিষাণ কুমার গুপ্ত	ঃ	১৯২০ - ১৯৪৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস

সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	জনসংখ্যা, জনসংখ্যা ঃ গ্রাম ও শহর, প্রব্রজন, বিবাহ ও পরিবার
কিশোরকুমার রায়চৌধুরী	ঃ	লিঙ্গ অনুপাত, জনসংখ্যার ঘনত্ব, নগরায়ণ
হরিলাল দাস	ঃ	ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ ও জাতি
শক্তি(নাথ ঝা	ঃ	লোকভাষা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক জীবন

সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	কর্মী জনসংখ্যা ও জীবিকার ধরণ, জীবিকার ধরণ ও প্রবণতা, জেলার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মানব উন্নয়ন সূচক
মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	স্বনিযুক্তি(প্রকল্পে মহিলাদের কর্মসংস্থান
কিশোরকুমার রায়চৌধুরী	ঃ	শিশু শ্রমিক ঃ একটি অঞ্চল ভিত্তিক সমী(া

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কৃষি ও সেচ

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য	ঃ	ভূমি সদ্ব্যবহার ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি
দিলীপ দাস	ঃ	কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প
সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	সেচ

সপ্তম অধ্যায় ঃ মৎস্যচাষ, প্রাণী সম্পদ

প্রকাশ দাস বি(াস	ঃ	মৎস্যচাষ, প্রাণী সম্পদ

অষ্টম অধ্যায় ঃ শিল্প

প্রকাশ দাস বি(াস	ঃ	পটভূমিকা, কম্বল শিল্প, পাটজাত শিল্প, অলঙ্কার শিল্প, শঙ্খ শিল্প, দা(শিল্প, মৃৎ শিল্প, হস্তিদন্ত শিল্প, মিষ্টান্ন শিল্প, বিড়ি শিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র,
রামপ্রসাদ পাল	ঃ	রেশম, বয়নশি ও খাদি শিল্প, খাদি ও মসলিন
বি(েন্দু বাগচী	ঃ	বালুচরী, বালাপোষ
সুজাতা দে	ঃ	কাঁসা, পেতল, শোলা শিল্প

নবম অধ্যায় ঃ সঞ্চয়, ঋণ ও বাণিজ্য

নিরঞ্জন সরকার ও অনি(দ্ধ দাস	ঃ	পটভূমিকা
সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	বাণিজ্যিক ব্যঙ্ক
প্রকাশ দাস বি(াস	ঃ	সমবায়
জয়ন্ত কুমার ঘোষাল	ঃ	মেলা

দশম অধ্যায় ঃ পরিবহণ ও যোগাযোগ

প্রকাশ দাস বি(াস	ঃ	পরিবহণ ও যোগাযোগ

একাদশ অধ্যায় ঃ শি(া

বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	পটভূমিকা

নিমাই চন্দ্র চন্দ	ঃ	সা(রতা
বিষাণ কুমার গুপ্ত	ঃ	উচ্চশি(া ঃ কলেজ
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	কারিগরী ও পেশাদারী শি(া
সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত	ঃ	গ্রন্থাগার
বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	সংগ্রহশালা

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জয়ন্ত কুমার ঘোষাল	ঃ	সাহিত্যচর্চা
প্রকাশ দাস বিশ্বাস	ঃ	পত্রপত্রিকা
অনিল কুমার দত্ত	ঃ	নাট্যচর্চা
রমাপ্রসাদ ভাস্কর	ঃ	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
সুধীন সেন	ঃ	গণসঙ্গীত
বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	ভাস্কর্য ও শিল্পকলা
রবীন্দ্র মজুমদার	ঃ	মুর্শিদাবাদ কলম
পুলকেন্দু সিংহ	ঃ	লোকসংস্কৃতি

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ জনস্বাস্থ্য

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য	ঃ	ঐতিহাসিক পটভূমি
প্রকাশ দাস বিশ্বাস ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	অবশিষ্ট অংশ

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ সাধারণ প্রশাসন

নু(ল আলম ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	সাধারণ প্রশাসন

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন ও সংশোধনাগার

সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	বিচার ব্যবস্থা, পুলিস প্রশাসন
প্রকাশ দাস বিশ্বাস	ঃ	সংশোধনাগার

ষোড়শ অধ্যায় ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার

কৃষ(পদ শাণ্ডিল্য	ঃ	পটভূমিকা, ভুমিসংস্কার,
কেশব কুমার বাগচী	ঃ	জরিপ ও প্রশাসনিক কাঠামো,ভূমিসংস্কারের কাজে মুর্শিদাবাদ

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

মনমোহন ঘোষ	ঃ	গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন
সৌমিত্র শংকর সেনগুপ্ত	ঃ	পৌর প্রশাসন

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত	ঃ	নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

ঊনবিংশ অধ্যায় ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

প্রকাশ দাস বিশ্বাস	ঃ	স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

বিংশ অধ্যায় ঃ উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	ঃ	অমরকুন্ড, শক্তি(পুর, গোকর্ণ, মাণিক্যহার।
বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর,চোঁয়া, ভগবানগোলা,ভট্টবাটী, কান্দী, বনওয়ারীবাদ, রাঙামাটি, হিলোরা,ফরাক্কা,গোবরহাটি, চরকা,খে(র,যুগধেরা,হা(য়া
মলয় মিশ্র	ঃ	জেমো,বাইচন্ডিতলা,জজান, বাগডাঙ্গা, রূপপুর,পাঁচথুপি।
সনৎ গোস্বামী	ঃ	কালিকাপুর, কাশিমবাজার, চুনাখালি
সাবিত্রীপ্রসাদ গুপ্ত	ঃ	কালীতলা দিয়ার
রামপ্রসাদ পাল	ঃ	মুর্শিদাবাদ, নগর, বড়নগর, কিরীটেশ্বরী, খোসবাগ, জিয়াগঞ্জ
সাধন কুমার র(ত	ঃ	গিয়াসাবাদ, চন্দনবাটী, সাগরদীঘি, সেখের দীঘি।
অপরেশ চট্টোপাধ্যায়	ঃ	কাগ্রাম, ভরতপুর, সালার।
নন্দ কুমার চৌধুরী	ঃ	চক্ ইসলামপুর।
হরিনারায়ণ মণ্ডল	ঃ	বেলডাঙ্গা।
মৃণাল রায়	ঃ	বহরমপুর।
কিষেণচাঁদ ভকত	ঃ	লালগোলা।
প্রকাশ দাস বিশ্বাস	ঃ	ডোমকল

মুখবন্ধ

ইতিহাস চর্চা সময়, অঞ্চল ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। বিশেষ একটি সময়ে কোন একটি অঞ্চলের জনসমাজের আকর সূত্র চয়ন করে ইতিহাস গ্রন্থে তা বিন্যস্ত করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল বিভিন্ন কালপর্বে বিবর্তনের ধারাগুলির সমাবেশ ঘটে ইতিহাস - এর আখ্যানে। প্রখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ব্রোদেল অবশ্য কালস্রোতের তিনটি রূপ চিহ্নিত করেছেন। এ গুলি হ'ল স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাল, মাঝারি মাপের কালপর্ব (Conjoncture) আর দীর্ঘতম কাল। গেজেটিয়ার রচনার আঙ্গিক অবশ্য ইতিহাস চর্চার প্রতিরূপ নয়। তথ্য ও সংখ্যাতত্ত্বের আধারে একটি জেলার ভূপ্রকৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি, রাজনীতি সব কিছুর পসরা সাজিয়ে একটি জেলার সার্বিক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলা হ'ল গেজেটিয়ার রচনার মূল উদ্দেশ্য। নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করে ব্রিটিশ প্রশাসক মহল গেজেটিয়ারকে প্রশাসনিক গাইড বুক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। পেশাদারী ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা মাথায় রেখেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক এই দুই বলয়ে ভাগ করে ইম্পিরিয়াল ও ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আজকাল যেমন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করার প্রয়াস দেখা যায় অনুরূপ ভাবে ব্রিটিশ আমলে ভারতের সমস্ত প্রান্তের জেলাগুলিকে পরিচালনার দূরূহ দায়িত্ব পালনের সহায়ক অভিধান ছিল জেলা গেজেটিয়ারস্। প্রসঙ্গত বলা যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে 'Statistical Accounts' (পরিসংখ্যান সূচী) ও গেজেটিয়ারস্ রচনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৮৭১এর সেপ্টেম্বরে। অবশ্য ইতিপূর্বেই ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রিচার্ড টেম্পল সেন্ট্রাল প্রদেশে জেলা ভিত্তিক গেজেটিয়ার লেখার সূচনা করেছিলেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই ধরণের মডেল গৃহীত হয় এবং জেলাভিত্তিক প্রশাসকগণ গেজেটিয়ারস্ রচনায় মুখ্য ভূমিকা নিতেন।

এবার মুর্শিদাবাদ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ প্রকাশনের দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রাক্-স্বাধীনতা কালপর্বে ওম্যালি (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ারস্ ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার গেজেটিয়ার প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য প্রকাশনা সেই দিক থেকে তৃতীয় পদক্ষেপ। এবার যে গেজেটিয়ার প্রকাশিত হচ্ছে তা দুদিক থেকে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। প্রথমত, এই প্রথম জেলা গেজেটিয়ারস্ বাংলা ভাষায় রচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে গেজেটিয়ারস্ আর মুষ্ঠিমেয় শিক্ষিত মহল ও প্রশাসনিক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না । এক একটি জেলার অগণিত মানুষ তাঁদের জেলার চালচিত্র সম্পর্কে আনুপুঙ্খিক তথ্য সমৃদ্ধ বৃত্তান্ত জানতে পারবেন। শুধুমাত্র প্রশাসকদের কাছে অজানা অচেনা অঞ্চলের শাসনের জন্য তথ্য সম্ভার না সাজিয়ে মানুষের কাছে তাদের চেনা পরিবেশ ও সমাজকে তুলে ধরার সুযোগ মিলল। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার এই দিক থেকে পথিকৃৎ । দ্বিতীয়ত, এখন বিকেন্দ্রীকরণের যুগ। বছর কয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ারস্ এর উপদেষ্টামণ্ডলী বাংলা ভাষায় গেজেটিয়ারস্ রচনার দায়িত্ব জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন এই গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেন ২০০১ সালে। তারপর প্রতীক্ষা । কি ভাবে প্রকাশনা করা হবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা ছিল। নাম হবে জেলা গেজেটিয়ার, অথচ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জেলা গেজেটিয়ারস্কে বাদ দিয়ে গেজেটিয়ারস্ প্রকাশ আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্গত নয়। কিন্তু আর্থিক কারণে রাজ্য জেলা গেজেটিয়ারস্ এই দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠিত হয়। অচলাবস্থা নিরসনে এগিয়ে এলেন জেলা কর্তৃপক্ষ । জেলা শাসক শ্রী মনোজ পন্থ, আই. এ. এস. প্রস্তাব দিলেন রাজ্য জেলা গেজেটিয়ারস্ আর জেলা কর্তৃপক্ষ যৌথ উদ্যোগে প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করবে। দুই সরকারি স্তরের মধ্যে সহমতের ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগের ফসল মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার।

মুর্শিদাবাদ নামকরণের ত্রি-শতবর্ষ পূর্তি উৎসব আসন্নপ্রায়। এই উপল(্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শি(া দপ্তরের পরিচালনাধীন পশ্চিমবঙ্গ স্টেট গেজেটিয়ারস্ বাংলা ভাষায় মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত। মাননীয় উচ্চ শি(ামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্র(বর্তীর অনুপ্রেরণায় এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। উচ্চ শি(া বিভাগের প্রধান সচিব শ্রী জহর সরকার, আই.এ.এস. শুধুই প্রশাসক নন, ইতিহাস, ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। এছারা পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ারস্ উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরীকে শ্রদ্ধাবনত অভিবাদন জানাই। জেলা শাসক মনোজ পন্ত, আই.এ.এস. - এর কর্মোদ্যোগ, গতিশীল নেতৃত্ব না থাকলে গেজেটিয়ার রচনা, তার মুদ্রণ সম্ভব হ'ত না। শ্রী সৌমিত্র শঙ্কর সেনগুপ্ত, ডব্লিউ. বি.সি.এস (এক্সি) - এর অপরিসীম দ(তা ও পেশাদারী উৎকর্ষ সত্যই প্রশংসনীয়। জেলা গেজেটিয়ার রচনার জন্য জেলাস্তরে গঠিত উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। রাজ্য গেজেটিয়ারস - এর সহকর্মীদের সহযোগিতা অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করছি। দ্রুত প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভুল ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে - এর জন্য মার্জনা চাইছি। তবে বাংলায় গেজেটিয়ার প্রকাশের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করছি। পেশাদারী গেজেটিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার যোগসূত্র ঘটিয়ে প্রকাশিত হ'ল মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার।

বিকাশ ভবন, নবম তল
সল্টলেক, কলকাতা ৭০০৯১
৭ নভেম্বর, ২০০৩

(ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধায়)
রাজ্য সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গেজেটিয়ারস
উচ্চশি(া বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভূমিকা

দীর্ঘ প্রতী(ার অবসানে মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশিত হ'ল। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের সম্পাদনায় যখন 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' শিরোনামে জেলা পরিচয় গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আগত সিভিল সার্ভেন্টদের কাছে জেলাগুলির সম্যক পরিচয় তুলে ধরা। প্রসঙ্গত, এ জেলার সংকলনটি নির্মাণের কাজে গু(ত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল তৎকালে বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের। ১৯১১ সালের জনগণনার পর এল. এস. এস. ওম্যালির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স' নামে গ্রন্থমালা যা মূলত হান্টারকৃত সংস্করণের অনুসারী ছিল। ১৯৫১ সালের জনগণনার পর প্রতিটি 'ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক' - এ সম্পাদক অশোক মিত্র যুক্ত(করেছিলেন অসামান্য ভুমিকা যা নিঃসন্দেহে গেজেটিয়ার প্রতিম। এর প্রায় দু'দশক পরে প্রকাশিত হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স', যার মুর্শিদাবাদ খন্ডটির প্রকাশ কাল ১৯৭৯ সাল। হান্টারের সময় থেকে প্রায় ১৩০ বছর এবং সর্বশেষ গেজেটিয়ারের থেকেও প্রায় তিনদশক অতিত্র(ান্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনজীবনের প্রধান ধারাগুলি এর মধ্যে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্তরে দীর্ঘকাল যাবৎ নতুন জেলা পরিচয় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে ।

২০০০ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সী বিভাগের তৎকালীন কমিশনার শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্যের পরামর্শে ও অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার সংকলনের কাজ শু(হয়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রলয়ংকর বন্যার জন্য সংকলনের কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে পুরোদমে কাজ করে পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স-এর রাজ্য সম্পাদকের কাছে পাঠানো হয় ২০০১ সালের আগস্ট মাসে।

বাংলা ভাষায় জেলা গেজেটিয়ার সংকলনের জন্য তৎকালীন জেলাশাসক শ্রী বিবেক কুমার এ জেলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী তথা জেলা চর্চার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ যুক্ত(ব্যক্তি(ত্ব ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে গঠন করেছিলেন উপদেষ্টামন্ডলী। দ্রুততার সঙ্গে তাঁরা প্রস্তুত করেন জেলা গেজেটিয়ারের প্রাথমিক কাঠামো। তার ভিত্তিতে একদিকে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ শু(হয়। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা চর্চার ধারাকে যাঁরা এখনও সঞ্জীবিত রেখেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয় লেখক মন্ডলী। এদের সকলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সত্রি(য় সহযোগিতায় সংকলনটির পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দু'বছর অতিত্র(ান্ত হয়েছে। এ ধরণের সংকলনের বৃহদংশ জুড়ে থাকে তথ্য ও সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক আলোচনা ও বি(ে-ষণ। ফলে বিলম্বিত প্রকাশনা আলোচনা ও বি(ে-ষণকে ত্র(মশ অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে এমন সম্ভাবনা থেকেই যায়। তা ছাড়া ২০০১ সালের জনগণনার তথ্যাবলীর প্রকাশের ফলে তথ্যভিত্তিতেও আমূল পরিবর্তন আসে। এই সবদিক বিবেচনা করে, সংকলন-কাজের সাথে যুক্ত(জেলার বুদ্ধিজীবীদের স্পর্শকাতরতাকে সম্মান দিয়ে, সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে পূর্বতন পান্ডুলিপির আমূল পরিমার্জনা করে জেলাস্তরে তা প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারই ফসল মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার।

মাননীয় শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য ধারাবাহিক ভাবে গেজেটিয়ার প্রকাশনার অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন, প্রকাশনাটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য প্রতিনিয়ত পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশের প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শু(করে প্রকাশনার সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত তাঁর ভাবনা, উদ্যোগ ও পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিতকরেছে। শ্রী ভট্টাচার্যের কাছে মুর্শিদাবাদ জেলার ঋণ অপরিশোধ্য।

যে লেখকমন্ডলী পরিশ্রমসাধ্য রচনাগুলির মাধ্যমে গেজেটিয়ারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই। মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশনার জন্য গঠিত উপদেষ্টামন্ডলীর সকল সদস্য জেলা গেজেটিয়ারের কাঠামো নির্মাণ, লেখক নির্বাচন, সহায়ক গ্রন্থ ও নিবন্ধ সংগ্রহ ও প্রাথমিক সম্পাদনাকালে যে নিষ্ঠা ও শ্রমের নিদর্শন রেখেছেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাদের সুপরামর্শ ও সত্রি(য় অংশগ্রহণ ছাড়া এই ব্যতিত্র(মী প্রয়াস সফল হ'ত না। উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে শ্রী বিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায়ের অবদান পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। চূড়ান্ত সম্পাদনার পর্বে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস প্রতিদিন কয়েকঘন্টা তিনি অনলস পরিশ্রম করে গ্রন্থনা ও পরিমার্জনার গু(দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রবীণ বয়সে তাঁর এই কর্মোদ্যোগ কেবল জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশকেই সম্ভব করেছে তা নয়, তা আমাদের ভবিষৎ কর্মের প্রেরণাস্থলও হয়ে উঠেছে।

গত তিন বছর ধরে জেলার দপ্তরগুলি ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে গেজেটিয়ারের তথ্য ও রচনা সংগ্রহের কাজ সুচা(ভাবে সম্পন্ন করেছেন আমার দপ্তরের আধিকারিক শ্রী সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত। প্রশাসনিক বোধ ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের সম্মেলন ঘটিয়ে পূর্বসুরী সমস্ত প্রকাশনার তুলনায় এই জেলা গেজেটিয়ারকে ভিন্নমাত্রা দানে তাঁর অবদান অপরিসীম। চূড়ান্ত সম্পাদনার পর্বে নিরলস পরিশ্রম করে পরিমার্জনা ও সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন জেলাচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ ত(ণ প্রাবন্ধিক ও রাণীনগর -১ ব্লকের সমবায় পরিদর্শক শ্রী প্রকাশ দাস বিশ্বাস। জেলা গেজেটিয়ারে প্রকাশিত তথ্য ও বি(-ষণকে যথাসম্ভব নির্ভুল করে তুলতে শ্রী দাস বিশ্বাসের অবদান অনস্বীকার্য।

জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশনার বিভিন্ন পর্বে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মুর্শিদাবাদ ৩০০ উদযাপন কমিটি ও তার সদস্যবৃন্দ। বহরমপুর শহরের প্রতিষ্ঠান ইতিহাস পরিত্র(মাও পুস্তক ও প্রযুক্তি(গত সহায়তা দিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। জেলার প্রতিটি সরকারী দপ্তর সহায়তা করলেও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় ব্যুরো অব্ অ্যাপ-ায়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস-এর সহ অধিকর্তা শ্রী সুভাষ কুমার (দ্র, জেলা জনগণনা আধিকারিক শ্রী জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায় ও সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী নিয়ামক শ্রী বিজয় হালদারের নাম। সমাহর্তালয়ের নেজারত দপ্তর, জনগণনা দপ্তর, গ্রন্থাগার দপ্তর ও মুর্শিদাবাদ জেলা সার্বিক সা(রতা প্রসার সমিতির কর্মচারীবৃন্দেরও ধন্যবাদ অবশ্যপ্রাপ্য।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্ এর স্টেট এডিটর ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়কে। যৌথ উদ্যোগে গেজেটিয়ার প্রকাশনা শ্রী চট্টোপাধ্যায়েরই ভাবনা প্রসূত। তিনি কেবল জেলার প্রয়াসকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন তাই নয়, একটি মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধও করেছেন।

জেলার সর্বশেষ গেজেটিয়ারের পান্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। ফলে এধরণের সংকলনের অভাব গবেষক ও প্রশাসকেরা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করছিলেন তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ এই কালপর্বে জনজীবন, অর্থনীতি, বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এই প্রকাশনা জনজীবন চর্চার নতুন রূপটিকে তুলে ধরবে এবং দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

মনোজ পন্ত
জেলাশাসক মুর্শিদাবাদ

গ্রন্থনা প্রসঙ্গে

স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট, স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট, গেজেটিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন নামের জেলা পরিচয় গ্রন্থমালার উত্তরসূরী মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার। পূর্বোক্ত(প্রতিটি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় লেখা। বাংলাভাষায় এই ধরণের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারী কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রয়াস এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার সংকলিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। বাংলাদেশে অনেকগুলি জেলা গেজেটিয়ার বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষায় পূর্ণাঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

এই সংকলন প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পূর্বসূরী গ্রন্থমালার নাম। সদ্য অধিকৃত দেশ শাসনের প্রয়োজনে কোম্পানী কর্মচারীদের হাতবই হিসাবে রচিত হয়েছিল হ্যামিলট্নের ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রতিটি জেলার রাজস্ব সমী(ার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এয়োদশ রেজিমেন্ট নেটিভ ইনফ্যানট্রির রেভিনিউ সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন জে. ই. গ্যাসট্রেলের পরিচালনায় মুর্শিদাবাদে রাজস্ব সমী(া হয় ১৮৫২-৫৫ সালে এবং গ্যাসট্রেলের প্রতিবেদন 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল রিপোর্ট অব্ দি মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট' তৎকালীন ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর এইচ্. এল. থুইলিয়র বাংলা সরকারের সচিবের কাছে পেশ করেন ১৮৬০ সালের ১৭ই আগষ্ট। তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলার ভূপ্রকৃতি, নদনদী, প্রশাসনিক বিভাগ, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, গ্রাম ও শহরের সং(িপ্ত পরিচয় বিধৃত ছিল সেই প্রতিবেদনে। বোর্ড অব্ রেভিনিউ এর ২১. ১. ১৮৭৩ সালের ৪৩/ এ নম্বর আদেশানুযায়ী ১৮৭৩-৭৪ সালে থানাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশিত হতে থাকে স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট। আর.ডি.হাইমের নামে প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, তৎকালীন বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত(, বড়এ(া থানার প্রতিবেদন। জমিদারী কাছারী গুলিতে রি(িত দলিল ও নথীপত্রের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীত না হওয়ায় এক একটি থানা অঞ্চলের প্রতিটি মৌজায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সম্ভবত ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের সম্পাদনায় 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' নামে সুবিখ্যাত জেলা পরিচয় গ্রন্থমালার তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার কাজ একই সময়ে শু(হওয়ায় অল্প কয়েকটি থানাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর ঐ প্রয়াস আর অগ্রসর হয় নি। স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টের নবম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত(ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা। প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। তথ্য সংগ্রহকালে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জেলার তথ্য সংগ্রহ ও বি(ে-ষণে তাঁর গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এই গ্রন্থে জেলার জনজীবনের রূপবৈচিত্র এত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যে আজও জেলাচর্চায় আগ্রহী পাঠকের কাছে এই প্রকাশনাটির মূল্য অপরিসীম। প্রায় সমসময়েই হান্টারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইন্ডিয়া। এই গ্রন্থমালার প্রে(াপট সর্বভারতীয় হওয়ায় প্রতিটি জেলার তথ্য এখানে সন্নিবিষ্ট ও আলোচিত হয়েছে খুবই সং(িপ্ত পরিধিতে। ১৯১১ সালের জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে এল.এস.এস. ওম্যালির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার নামের গ্রন্থমালা যার মুর্শিদাবাদ খন্ডের প্রকাশকাল ১৯১৪ সাল। ওম্যালি তাঁর গ্রন্থমালায় স্পষ্টতই অনুসরণ করেছিলেন হান্টারকে।

গত শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে যে ক্যাডাস্ট্র্যাল সার্ভে হয় তার প্রতিবেদন, বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেটল্মেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। মুর্শিদাবাদের ভূমি ব্যবস্থায়, গ্রামের আভ্যন্তরীণ গঠন সহ জনজীবনের বিভিন্ন দিক আলোকিত হয় ঐ গ্রন্থটির বি(ে-ষণী আলোকপাতে।

স্বাধীনতার পর প্রথম জনগণনা হয় ১৯৫১ সালে। তৎকালীন জনগণনা অধী(ক শ্রী অশোক মিত্র প্রতিটি জেলার সেন্সাস হ্যান্ডবুকে যুক্ত(করেন বিস্তৃত ভূমিকা। একদিকে জনজীবন ও সংস্কৃতির ছবি অন্যদিকে সদ্যস্বাধীন একটি দেশের উজ্জীবনের স্বপ্ন এই গ্রন্থমালার তথ্য বি(ে-ষণে ফুটে উঠে তাকে বাংলার জনজীবন ও ইতিহাস চর্চার অমূল্য দলিল হিসাবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। জনজীবনচর্চার বৃহত্তর তাগিদে ঐ সময়কালেই অশোক মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়

'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা' যার ২য় খন্ডে বিধৃত এ জেলার গ্রাম পরিচয়, ঐতিহ্যসম্পন্ন পূজাপার্বন ও মেলার বর্ণনা।

গ্রন্থটির তথ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র সরকারী আধা সরকারী তথ্যাবলীর ওপর নির্ভর না করে সুপরিকল্পিত ও সরল প্র(মালা পাঠানো হয় স্থানীয় শি(ক-শি(কা, পত্রিকা সম্পাদক, ক্লাব ও গ্রন্থাগারের সম্পাদক, ডাকবিভাগের পিওন ইত্যাদি মানুষদের কাছে এবং এ ভাবে সংগৃহীত তথ্য গ্রামবিবরণী, উৎসব বিবরণী ও মেলা বিবরণী এই তিন ভাগে থানাভিত্তিক ভাবে সজ্জিত হয়। সরল ও বিশদ এই গ্রাম পরিচয় কিছু সীমাবদ্ধতা সত্বেও ভবিষ্যৎ গ্রাম সমী(া বা গ্রাম পরিচয় প্রয়াসগুলির পথিকৃৎ ও দিশারী একথা বললে অত্যুক্তি(হয় না।

১৯৬১ সালের সেন্সাস হ্যান্ডবুক-এও অশোক মিত্রকে অনুসরণ করে ভূমিকা ও তথ্য বি(-ষণ যুক্ত(করা হয়। ঐ হ্যান্ডবুকের জনবিন্যাসের বিভিন্ন দিকের বৈজ্ঞানিক বি(-ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫১ সালের সেন্সাসে, অর্থাৎ অশোক মিত্র যখন সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন তখন জীবিকাগত শ্রেণী বিভাজনের যে কাঠামো ছিল, ১৯৬১ সালের জনগণনার সময় তা পরিবর্তিত হয়। বিশেষত ১৯৫১ সালের জনগণনা কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যাকে জমির মালিকানার ভিত্তিতে দশটি জীবিকাগত শেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। এ ধরনের শ্রেণী বিভাজনের মাধ্যমে পরিবেশিত মৌজাভিত্তিক তথ্যে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালে এবং তৎপরবর্তী কালের জনগণনাগুলিতে কর্মী ও অকর্মী জনসংখ্যার যে কাঠামো অনুসৃত হয় তা গ্রামাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত করতে পারেনা। যাইহোক মুর্শিদাবাদের জেলাচর্চায় ১৯৬১ সালের সেন্সাস হ্যান্ডবুক একটি অপরিহার্য উপকরণ । বিশেষত মৌজা - গ্রাম সমীকরণের যান্ত্রিকতা থেকে সরে এসে বসতি গ্রামের পরিচয় দেওয়ার যে প্রয়াস এই হ্যান্ডবুকে দেখা যায় তা উল্লেখযোগ্য। এতে সংকলিত ডঃ নন্দদুলাল ভট্টাচার্যের 'এ স্টাডি ইন সেটল্‌মেন্ট জিওগ্রাফি ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ' নিবন্ধটি মুর্শিদাবাদের গ্রাম ও শহরের বসতি বিন্যাস, বসতির গঠন, আয়তন ও বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বি(-ষণে সমৃদ্ধ। মুর্শিদাবাদ শহর, বেলডাঙ্গার আধাশহর আধা গ্রাম বসতি, সালার, গোকর্ণ ও চক ইসলামপুর এই তিনটি গ্রামীণ বসতির আলোচনায় বসতিচর্চার যে কাঠামো শ্রী ভট্টাচার্য তৈরী করেছেন তা অনুসরণ যোগ্য।

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মুর্শিদাবাদ। এর তথ্য সংগ্রহ ও খসড়া প্রস্তুত হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এই সংকলনটিতে গেজেটিয়ারের কাঠামো নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়। গেজেটিয়ার বা সমজাতীয় গ্রন্থমালা প্রকাশনার ধারায় ঐটিই সর্বশেষ সংযোজন।

এ ধরণের সংগঠিত সরকারী উদ্যোগ প্রসূত জেলা পরিচয় গ্রন্থমালার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলাতে আঞ্চলিক চর্চা বা জেলাচর্চার প্রয়াস দীর্ঘকাল যাবৎ স্বতোৎসারিত ধারায় প্রবহমান। সম্ভবত সর্বত্রই আঞ্চলিক চর্চার সূচনা হয় ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। এই চর্চা ব্যক্তি(গত আগ্রহের ফসল এবং কখনোই তা সচেতন জেলাচর্চার পর্যায়ভুক্ত(নয়। মুর্শিদাবাদও তার ব্যতিত্র(ম নয়। গোয়াসে কর্মরত শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস' কেবল মুর্শিদাবাদ নয়, বাংলার প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস। এই ধারার উত্তরসুরী নিখিল নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' এবং পাঁচথুপির শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুর্শিদাবাদ কথা' । ইংরাজি ভাষায় দুটি গ্রন্থও এই ধারারই ফসল - মেজর টুল ওয়াল্‌স এর হিসট্রি অব মুর্শিদাবাদ এবং পি.সি. মজুমদারের 'মসনদ অব মুর্শিদাবাদ'। সচেতন ও সংগঠিত ইতিহাস চর্চায় মুর্শিদাবাদ যুক্ত(হয় যে গ্রন্থটির প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে সেটি হ'ল অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত(বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ, মুর্শিদাবাদ'।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হবে জেলার ইতিহাস, অর্থনীতি , রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে প্রথাগত গবেষণাগুলির কথাও। একটি প্রথাবদ্ধ, সুপরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য আহরণের মাধ্যমে জেলাবিষায়ক তথ্য ভান্ডারকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করে এবং ভবিষ্যতের জেলাভাবনা ও জেলাচর্চায় ইন্ধন যোগায়। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক গবেষণায় যাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন খান মহম্মদ মহসীন, আব্দুল করিম, এন.ডি.ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রমুখ। এই তালিকায় নিত্য নতুন নাম ত্র(মশ সংযোজিত হয়ে চলেছে।

জেলা চর্চার আর একটি সচেতন ধারার প্রয়াস দেখা যায় জেলার গ্রাম সমী(া বা গ্রাম পরিচয় তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে। জেলাতে এর সূচনা চিহ্নি(ত করা যায় ১৯১১-১৪ সালে। সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(থাকার সুবাদে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বহরমপুর সন্নিহিত কয়েকটি গ্রামে বাংলা প্রশ্নমালার সাহায্যে আর্থ -সামাজিক সমী(া চালিয়েছিলেন। কেবল মুর্শিদাবাদের গ্রামচর্চায় নয়, বাংলাদেশের সমাজ গবেষণার (েত্রেই রাধাকমল প্রযুক্ত(সমী(া পদ্ধতি নবদিগন্ত উন্মোচন করেছিল। পরবর্তীকালে অশোক মিত্র গ্রাম, উৎসব ও জেলার বিবরণ সংগ্রহেও যে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। মনীশ ঘটক পরবর্তী কালে মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত 'বর্তিকা' পত্রিকায় প্রশ্নমালার ভিত্তিতে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে উঠে আসা মুর্শিদাবাদের গ্রামের ছবি, গ্রামজীবনের সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা, পশ্চাদপদতা সম্পর্কে 'সমী(াধর্মী গদ্য' প্রকাশনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। 'বর্তিকা' মুর্শিদাবাদের গ্রামজীবনে যে আলোকপাত করে যেন তারই বর্ণালী বিচ্ছুরণ ঘটে প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার গ্রাম চর্চায়। জেলার বহু গ্রামের বাস্তব পরিচিতি যেমন প্রতিফলিত হয় পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে, তেমনই 'গণকণ্ঠে'র গ্রাম পরিচয় রচনার মধ্য দিয়ে আবিস্কৃত হয় জেলা চর্চায় আগ্রহী এক দল ত(ণ প্রাবন্ধিক। গ্রাম পরিচয়ের এই ধারা অনুসৃত হয় 'ঝড়', 'মুর্শিদাবাদ সন্দেশ' প্রভৃতি পত্রিকাতেও।

প্রকৃতপ(ে পঞ্চাশের দশক থেকেই বালার্ক, বালুচর, কান্দী বান্ধব, বর্তিকা ইত্যাদি পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও জেলাচর্চার বিচ্ছিন্ন আগ্রহ ও উদ্যোগগুলি সংহত হতে থাকে আশির দশকের শু(থেকেই গণকণ্ঠ, জনমত, মুর্শিদাবাদ বী(ণ ইত্যাদি পত্রিকাকে ঘিরে। গণকণ্ঠ পত্রিকার প্রতিটি বার্ষিক সংখ্যা মুর্শিদাবাদ চর্চায় নিবেদিত হয়ে গত কুড়ি বছরে জেলা চর্চার এক বিশাল আকর গড়ে তুলেছে। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ বী(ণ মুর্শিদাবাদের জনজীবনের বিভিন্ন দিককে এক একটি বিশেষ সংখ্যায় তুলে ধরে।

গত তিন দশকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনজীবনের প্রধান ধারাগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তনকে রূপায়িত করতে পূর্বসূরী গ্রন্থগুলির বিষয় বিন্যাস কাঠামো পাল্টাতে হয়। জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসন যে উপদেষ্টামন্ডলী তৈরী করেছিলেন তাঁরা নতুন বিষয়বিন্যাস কাঠামো নির্মাণ করেন।

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। ২০০৩ সালে হয় ষষ্ঠ পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন। এই ২৫ বছর সময়কালে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার শিকড় দৃঢ়মূল হয়েছে। এই সময়কালেই ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ১৯৫৩ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ আইন ও ১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থার আইনগত সংস্কার হলেও তার ব্যাপক প্রয়োগ হয় দুটি কালপর্বে - গত শতকের ষাট দশকের শেষভাগে এবং ১৯৭৭ উত্তর কালপর্বে। পরিবেশ চেতনা, নারীর অবস্থা ও মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় জনজীবন চর্চার অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে এই কালপর্বেই। ফলে এই বিষয়গুলিকে যথোপযুক্ত(গু(ত্ব দিয়ে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এই সংকলনে। একটি জেলার জনজীবনকে চিনতে হলে যেমন অনুধাবন করতে হয় তার অর্থনীতি কৃষিজীবন, বসতি বিন্যাস, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, তেমনই জনজীবন চর্চার অপরিহার্য উপাদান তার সাহিত্যচর্চা, নাট্য ও সঙ্গীতচর্চা এবং লোক সংস্কৃতির পরিচয় উপলব্ধি করা। অংসখ্য ছোট বড় গোষ্ঠীর উদ্যোগ এবং অগণিত মানুষের ব্যক্তি(গত উদ্যোগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে পল্লবিত হয় সংস্কৃতি চর্চার ধারা। সরকারী দপ্তরে এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও র(ণাবে(ণের সুযোগ ও সম্ভাবনা যে সীমাবদ্ধ তা বলা বাহুল্য। আবার জনজীবনের এই গু(ত্বপূর্ণ উপাদানটিকে বাদ দিলে জনজীবনের সম্পূর্ণ ছবিটিকে ফুটিয়ে তোলাও যায় না। ফলে এই সংকলনে সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও রচনার জন্য সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করা হয়েছে এই চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তি(ত্বদের ওপরে। প্রথাগতভাবে তথ্য সংগ্রহের কাঠামোর বহির্ভূত হওয়ায় এই আলোচনাগুলিতে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি(বা গোষ্ঠীর নাম বাদ পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ধরণের অনভিপ্রেত ও অনিচ্ছাকৃত অনুল্লেখের জন্য অগ্রিম মার্জনা ভি(া করা হচ্ছে।

একদিকে সরকারী স্তরে জেলা পরিচয় গ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রকাশের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের জেলাচর্চার ঐতিহ্য ও শক্তি(র সম্মেলন ঘটানোর প্রয়াসের ফসল মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার। সেই অর্থে এটি একটি ব্যতিত্র(মী প্রয়াসও। সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনও জেলাস্তরে এমন আগ্রহ, উদ্দীপনা ও জেলাচর্চায় যুক্ত(মানুষদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে গেজেটিয়ার সম্পাদিত হয় নি। বাংলা বানানের (েত্রে কোন নির্দিষ্ট বানান বিধি এখানে অনুসৃত হয়নি। সুপরিচিত এবং প্রচলিত বানানই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি(র লেখা হওয়ায় বানানের সমতা র(া ছিল যথেষ্ট কঠিন। তবুও যথাসাধ্য বানানের সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও কোনো কোনো অধ্যায়ে কিছু অপূর্ণতা থেকে গেছে। তবু আশা করা যায় জেলার প্রশাসক ও গবেষকদের চাহিদা পূরণে গেজেটিয়ার সফল হবে এবং ভবিষ্যৎ জেলাচর্চাকেও এই প্রকাশনা উৎসাহিত করবে।